Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 62 & 63
April-June & July-Sept. 2020

দাম্পত্য কলহের কারণ ও প্রতিকার : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

Reasons and Remedies of Marital Discord : A Shariah Perspective

Abdus Sattar Aini*

ABSTRACT

Marital discord (Nushuz) makes conjugal life venomous and dissolution takes place as an extreme outburst. Negative impact of maritial discord necessarily affects the lives of other members of the family. Due to the marital discord raising of children, their physcial, mental and psychological development get severely hampered. Moreover, in stead of peace, harmony and tranquility chaos, disharmony and hatred surmount the whole family. In ultimate analysis, social system suffers appalling injury. This article has portrayed the underlying causes of marital discord and apposite remedies in the tapestry of Islamic Shariah. Following descriptive and analytical methodologies this paper has tried to depict that though marital discord is usually viewed as the result of internal congual disharmony the responsibility of family in this regard cannot be denied. As well as if spouses are not aware of their mutual rights and duties dissolution will necessarily destroy that marital thread. Intolerance and absence of respect towards each other also disturb the marital bond. Earnest sincerity of spouses as well as other members belonging to the both families may help to evade dissolution of the marriage in most cases.

Keywords: marital discord; compromise; talaq; khula‘, mutual rights of the spouses.

সারসংক্ষেপ

দাম্পত্য কলহ (নুশূয) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলে এবং এক পর্যায়ে এ-সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ওপরও দাম্পত্য কলহের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সন্তানদের লালনপালন, পরিচর্যা ও মানসিক বিকাশ যেমন বাধাগ্রস্ত হয়, তেমনি সংসারের শান্তি, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা দূর হয়ে তিক্ততায় ও যন্ত্রণায় ভরে ওঠে। গোটা সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই প্রবন্ধে দাম্পত্য কলহের কার্যকারণগুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে। নুশূয বা দাম্পত্য কলহের শরয়ী হুকুম পর্যালোচনা করা হয়েছে। কী কী উপায় অবলম্বন করে দাম্পত্য কলহের প্রতিকার করা যায় তাও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত এ প্রবন্ধটি যে ফলাফলে উপনীত হয়েছে তা হলো, দাম্পত্য কলহের পেছনে সামাজিক ও স্বামী-স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি তাদের পরিবারেরও এ ক্ষেত্রে দায় রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি সচেতন না হওয়াও দাম্পত্য কলহের অন্যতম কারণ। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহ্য করতে না পারলে তাদের সম্পর্ক কিছু নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে গড়ায়। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এবং উভয়ের পরিবারের সদস্যরা আন্তরিক হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাম্পত্য কলহ এড়ানো যায়।

* Abdus Sattar Aini is a research fellow in Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, Dhaka, email: abdussattaraini@gmail.com.

মূল শব্দগুচ্ছ : দাম্পত্য কলহ; আপোস-নিষ্পত্তি; তালাক; খুল্‘আ; স্বামী-স্ত্রীর অধিকার।

ভূমিকা

মানুষ কিছুতেই একা বাস করতে পারে না; তার পরিবার প্রয়োজন, সমাজ প্রয়োজন। জীবনে একাকী পথচলা তার জন্য দুঃসাধ্য, তাই জীবনসঙ্গী প্রয়োজন। নারী-পুরুষের মেলবন্ধনে পরিবার ও সমাজ গড়ে উঠবে—এটাই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র বিধান। পরিবারই মানবজীবনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানুষের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, পরিবার ও সমাজ গঠন, পারিবারিক সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা দাম্পত্য জীবনের ওপর নির্ভরশীল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ভালো-মন্দের নির্ণায়ক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো হলে পরিবারে শান্তি বজায় থাকে, সন্তানেরা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে বেড়ে ওঠে এবং সুন্দর ও মানবিক সমাজ গঠিত হয়। অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ ও মনোমালিন্য এবং দাম্পত্য কলহ মানবজীবনকে বিষিয়ে তোলে, পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় ডেকে আনে। যেসব কারণে দাম্পত্য কলহ ঘটে তার নির্ণয় ও সমাধান জরুরি। দাম্পত্য কলহ ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মনোমালিন্যের রেশ ও প্রতিক্রিয়া কেবল তাদের দুইজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সন্তান, মা-বাবা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের ভুক্তভোগী হতে হয়। ফলে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক আবশ্যক।

দাম্পত্য জীবনের ওপর ভিত্তি করেই পরিবার গড়ে ওঠে। সুন্দর ও সুখী পরিবারের মূলে রয়েছে সুখী দাম্পত্য জীবন। সুন্দর পরিবারগুলোর সমন্বয়ে সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে। দাম্পত্য জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রশান্তি লাভ এবং সন্তান উৎপাদন ও লালনপালনের মধ্য দিয়ে মানব বংশপরম্পরা অব্যাহত রাখা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিতে যে-পরিবার গড়ে ওঠে তা-ই মানব গড়ার কারখানারূপে বিবেচিত; যে-কারখানা যত সুন্দর ও তার উৎপাদিত জিনিসও তত

সুন্দর। তাই কেবল সুন্দর পরিবারই পারে সুন্দর মানুষ গড়তে, সমাজকে ভালো ভালো মানুষ উপহার দিতে। কল্যাণময় সমাজ ও রাষ্ট্রের বীজ মূলত নিহিত আছে সুন্দর ও টেকসই পরিবারে, আর এমন পরিবারের ভিত্তি হলো সুন্দর ও প্রেমময় দাম্পত্য জীবন। সুতরাং মানবজাতির জীবনে দাম্পত্য সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বিভিন্ন কারণে দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে ওঠে, দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং একসময় তা ভেঙে যায়। দাম্পত্য কলহ স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে যেমন অসুখী ও অস্থির করে তোলে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরও বিপত্তি ও যন্ত্রণায় ভোগায়। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য ও সম্পর্কের অবনতি সন্তানদের লালনপালন ও পরিচর্যায় বিঘ্ন ঘটায়, তাদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তারা পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে না। ফলে সমাজে এমন সদস্যদের অভাব তৈরি হয়, যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক ও হিতৈষী মনোভাবসম্পন্ন। ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রে নীতিহীন মানুষ বেড়ে যায়, যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

দাম্পত্য কলহ নিরসনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক উদ্যোগ অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআনে যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসে যা-কিছু এসেছে তা প্রয়োগ করতে হবে। দাম্পত্য কলহকে জিইয়ে রাখলে তা কেবল অনিষ্ট ও অকল্যাণই বৃদ্ধি করে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ যে-ফর্মুলায় এমন কলহের নিরসন করতে বলেছে সেই ফর্মুলা প্রয়োগ করতে হবে। বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতার মূল কারণ হলো, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা, মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি, সন্তান জন্মদান ও লালনপালন এবং সুন্দর ও কল্যাণময় পরিবার ও সমাজ গঠন। কিন্তু দাম্পত্য কলহ এ-সবগুলোর সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এসব বিষয় বিবেচনা করে এই প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধে দাম্পত্য কলহের কারণসমূহ এবং তা নিরসনের উপায়সমূহ বিবৃত হয়েছে। এতে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে দালিলিক আলোচনার পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

প্রবন্ধ রচনায় বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে দেখানো হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং নিজের সংশোধন-প্রয়াস ও অপরের দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, তাদের পরিবারের ইতিবাচক মনোভাব ও সহযোগিতাই দাম্পত্য কলহ ও পারস্পরিক মনোমালিন্যকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। একটি সম্পর্ককে ভেঙে দেওয়ার চেয়ে এটিই সবচেয়ে সুন্দর সমাধান।

আভিধানিক সংজ্ঞা

পবিত্র কুরআনে দাম্পত্য কলহ বোঝাতে নুশূয (نُشوز) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল হলো আন-নাশ্‌যু (النَّشْزُ) বা আন-নাশাযু (النَّشَزُ)। আন-নাশ্‌যু (النَّشْزُ) শব্দের অর্থ হলো উঁচু জায়গা। শব্দটির বহুবচন হলো নুশূয (نُشوزٌ)। আন-নাশাযু (النَّشَزُ)

শব্দের অর্থও উঁচু স্থান। এটির বহুবচন নিশায ও আনশায (نِشَازٌ، أَنْشَازٌ)। কুরআনে বলা হয়েছে, وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا "এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো।" (Al-Qurān, 58:11) বলা হয়ে থাকে, قلب ناشز (যে-অন্তর ভয়ে উপরে উঠে গেছে); دابة نشزة (যে-জন্তুর পিঠে স্থির হয়ে সওয়ার হওয়া যায় না); نشز رجل في مكانه (লোকটি তার স্থানে উঠে দাঁড়ালো); المرأة الناشز (যে-নারী তার স্বামীর ওপর প্রাবল্য বিস্তার করেছে ও তার অবাধ্য হয়েছে)। ক্রিয়াপদ : نَشَزَ (فعل) يَنشُز ويَنشِز ، نَشْزًا ونُشوزًا "সে অবাধ্য হলো, দুর্ব্যবহার করলো, উপরে উঠলো" (Ibn Manẓūr 1414H, 5/417; Al-Iṣfahānī 1412H, 306)।

আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি (মৃ. ৫০২ হি.) রহ. বলেছেন,

> ونشوز المرأة: بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته، وعينها عنه إلى غيره،
>
> স্ত্রীর অবাধ্যতা : স্বামীর প্রতি ঘৃণা, স্বামীর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া (Al-Iṣfahānī 1412H, 306)।

লিসানুল আরবে বলা হয়েছে,

> النُّشُوزُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ كَرَاهَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، واشتقاقُه مِنَ النَّشَزِ وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَرض. ونَشَزَت المرأَةُ بِزَوْجِهَا وَعَلَى زَوْجِهَا تَنْشِزُ وتَنْشُز نُشُوزاً، وَهِيَ ناشِزٌ: ارْتَفَعَتْ عَلَيْهِ وَاسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ وأَبغضته وَخَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ وفَرَكَتْه.
>
> নুশূয হয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের অপরের প্রতি ঘৃণাবোধ। শব্দটি নাশায (النَّشَز) থেকে নির্গত, এর অর্থ উঁচু স্থান। (এ শব্দ থেকেই) وَنَشَزَت المرأَةُ بِزَوْجِهَا ... স্ত্রী স্বামীর ওপর কর্তৃত্ব নিলো, তার ওপর বিদ্রোহ করলো, তার প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ পোষণ করলো, স্বামীর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেলো এবং স্বামীকে ক্ষত-বিক্ষত করলো (Ibn Manẓūr 1414H, 5/418)।

আহমদ আল-ফাইয়ুমী (মৃ. ৭৭০ হি.) রহ. বলেছেন,

> نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوزًا عَصَتْ زَوْجَهَا وَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ وَنَشَزَ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا بِالْوَجْهَيْنِ تَرَكَهَا وَجَفَاهَا. وَفِي التَّنْزِيلِ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا.}
>
> স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নুশূযের অর্থ হলো, সে স্বামীর অবাধ্য হলো, তার বিরোধিতা করলো। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নুশূযের অর্থ হলো সে স্ত্রীকে উপেক্ষা করলো, তার প্রতি কঠোর হলো। পবিত্র কুরআনে যেমন রয়েছে : কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে..। (Al-Fayyūmī ND, 2/505)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, নুশূযের অর্থ হলো অবাধ্য হওয়া, আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া, অবাধ্যাচরণ করা, বিদ্রোহ করা, কর্তৃত্ব করা, ঘৃণা করা, বিরাগভাব পোষণ করা, বিরোধ ও কলহ করা, ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম (৯২৬-৯৭০ হি.) রহ. বলেছেন,

> النُّشُوزُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهِيَ كَرَاهَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
>
> নুশূয স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে, তা হলো প্রত্যেকের অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিরাগভাব পোষণ করা (Ibn Nujaym ND. 4/194)।

বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ মুহাম্মদ ইবনে আরাফা আদ-দাসূকী (মৃ. ১২৩০ হি.) রহ. বলেছেন,

> أن يتعدى كل واحد من الزوجين على صاحبه.
>
> নুশূয হলো স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের অপরের ওপর সীমালঙ্ঘন করা (Al-Dusūkī ND, 2/306)।

বিশিষ্ট শাফিয়ী ফকীহ আবু ইসহাক আশ-শিরাযী (৩৯৩-৪৭৬ হি.) রহ. বলেছেন,

> هو مخالفة كل من الزوجين صاحبه
>
> নুশূয হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কলহ (Al-Shīrāzī ND, 2/172)।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ উসমান আয-যায়লায়ী (মৃ. ৭৪৩ হি.) রহ. বলেছেন,

> هو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته.
>
> নুশূয হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঘৃণাবোধ ও অসদাচরণ (Al-Zayla'ī 1965, 329)।

এই সংজ্ঞা আগের সংজ্ঞাগুলোর চেয়ে ব্যাপকার্থক।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

> ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾
>
> কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো গুনাহ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয় (Al-Qurān, 4:128)।

ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন,

> نشوزًا، يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أَثَرَةً عليها، وارتفاعًا بها عنها، إما لبغْضة، وإما لكراهة منه؛ بعض أسبابها إما دَمامتها، وإما سنها وكبرها، أو غير ذلك من أمورها أو إعراضًا، يعني: انصرافًا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه.
>
> অর্থাৎ স্ত্রী যদি দেখে যে, স্বামী তার সৌন্দর্যহীনতা বা বেশি বয়স ও বার্ধক্যের কারণে বা অন্য কারণে তার প্রতি ঘৃণা ও বিরাগবশত তাকে বাদ দিয়ে অন্য নারীকে প্রাধান্য দিচ্ছে, অন্য নারীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করছে অথবা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বা তার কোনো কোনো হক আদায় করছে না (তাহলে আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়) (al-Ṭabarī 2000, 9/268)।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে এমনকিছু ত্রুটি বা দোষ থাকে, যা অপরের বিরাগভাব ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এ-ধরনের স্বভাবজাত বা জন্মগত দোষ থাকে যা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিরাগের জন্ম দেয়। বিরাগ ও ঘৃণা থেকে দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণের মতো ঘটনা ঘটে এবং দাম্পত্য কলহ চলতে থাকে। এটাই হলো নুশূয। নুশূয স্বামীর পক্ষ থেকে যেমন হতে পারে, তেমনি স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে। অথবা উভয়ের পক্ষ থেকেও হতে পারে। দেখা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, তার ওপর এতটা কর্তৃত্ব ফলাতে চায় যে তা শত্রুতার পর্যায়ে চলে যায়। স্ত্রীকে অনর্থক গালি-গালাজ করে, মারধর করে, ঠিকমতো ভরণপোষণ দেয় না, স্ত্রীর হক আদায় করে না। স্ত্রীও স্বামীর কথা শোনে না, স্বেচ্ছাচারী মনোভাব প্রদর্শন করে।

আল-কুরআনুল কারীমে 'নুশূয' প্রসঙ্গ

১. হাড় সংযোজন প্রসঙ্গে

> ﴿وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾
>
> আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ করো; কীভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দিই (Al-Qurān, 2:259)।

'নুশূয' শব্দটি এখানে সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো তুলে আনা, সংযোজন করা।

২. মজলিস থেকে উঠে যাওয়া

> ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾
>
> হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা স্থান করে দাও, আল্লাহ তোমাদের স্থান প্রশস্ত করে দেবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তোমরা উঠে যেয়ো। (Al-Qurān, 58:11)।

মজলিস, সভা বা বৈঠকের ক্ষেত্রে যদি 'নুশূয' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন তার অর্থ দাঁড়াবে, উঠে পড়া, উঠে দাঁড়ানো, লাফিয়ে ওঠা।

৩. স্ত্রীর নুশূয

> ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾
>
> স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না (Al-Qurān, 4:34)।

স্ত্রী অবাধ্য হলে এবং অন্যায় আচরণ করলে পর্যায়ক্রমে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে : ১. সদুপদেশ দেওয়া, ২. শয্যা বর্জন করা এবং ৩. প্রহার করা। এগুলো হলো তালাকের পূর্বের অবস্থা।

৪. স্বামীর নুশূয

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো গুনাহ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয় (Al-Qurān, 4:128)।

অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা ও বিরাগবশত তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ করে অথবা তাকে অবজ্ঞা করে ও এড়িয়ে চলে তাহলে আপোস-নিষ্পত্তি করাই সবচেয়ে উত্তম। আপোস-নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে স্ত্রীর জন্য স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই আয়াতের দ্বারা স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত দুটি আয়াতও স্বামীর নুশূযের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক :

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান আচরণ করতে কখনোই পারবে না, তবে তোমরা কোনো একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝোলানো অবস্থায় রেখো না; যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্যের দ্বারা তাদের অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān, 4:129-130)।

নুশূযের বাস্তবিক চিত্র

নুশূয কখনো স্ত্রী থেকে হয়, কখনো হয় স্বামী থেকে; এবং কখনো কখনো উভয়ের পক্ষ থেকেই হয়। ফলে নুশূযের চিত্র হয় ভিন্ন ভিন্ন। আমরা এখানে তিন অবস্থাতেই নুশূযের চিত্র কীরূপ হয় তা উল্লেখ করছি।

স্ত্রীর নুশূয

বিভিন্নভাবে স্ত্রীর নুশূয হতে পারে। তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নরূপ :

১. কোনো শরয়ী বা যৌক্তিক কারণ ছাড়াই স্বামীর বাড়িতে যেতে স্ত্রীর গড়িমসি ও অপারগতা প্রকাশ করা। যদিও স্বামী তাকে বার বার তার বাড়িতে যেতে অনুরোধ জানাচ্ছে এবং স্ত্রীর যথোপযুক্ত বাসস্থান প্রস্তুত রেখেছে।

২. স্বামীর অবগতি ছাড়া এবং কোনোরূপ শরয়ী অধিকার ছাড়া স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

৩. স্বামীর কাছ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা কুক্ষিগত করা কিংবা সম্পদ তছরুফ করা।

৪. কোনো কারণ ছাড়াই স্বামীকে সহবাস করতে বাধা দেওয়া; অথবা সহবাস ছাড়া অন্যকিছু, যেমন : চুমু খাওয়া, শরীরে স্পর্শ করা ইত্যাদি করতে বাধা দেওয়া।

৫. রাস্তাঘাট নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও এবং কোনো সাধারণভাবে কোনো বিপদ হওয়ার আশঙ্কা না থাকা সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণ করতে অস্বীকৃতি জানানো।

৬. স্বামীর রক্ত-সম্পর্কীদের সঙ্গে, বিশেষ করে মা-বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা এবং তাদের সঙ্গে বৈরিতা পোষণ করা।

৭. স্বামীর সহায়-সম্পদ, টাকা-পয়সা নিজের কব্জায় নেওয়ার জন্য স্বামীর ওপর নানাবিধ নির্যাতন করা।

স্বামীর নুশূয

স্বামীর পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে নুশূয হতে পারে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. স্ত্রীকে তার সঙ্গে কথা বলতে না দেওয়া, তাকে ডাক না দেওয়া, তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রাখা, তাকে উপেক্ষা করা।

২. স্ত্রীর সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলা, এমন বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা, যা স্ত্রীকে আহত করে; স্ত্রীর নানা দোষ-ত্রুটি বের করে তা নিয়ে খোটা দেওয়া, স্ত্রীর প্রতি অহেতুক খারাপ ধারণা করে তার নিন্দাবাদ করা।

৩. শরয়ী ওজর বা যৌক্তিক কারণ ব্যতীত স্ত্রী-সহবাস ত্যাগ করা; স্ত্রীকে আপত্তিজনক গালিগালাজ করা অথবা মারধর করা; স্ত্রীর কোনো ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা।

৪. স্ত্রীকে ভরণপোষণ না দেওয়া এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করা।

৫. স্ত্রীর সখের বিষয়গুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়া; নানাভাবে মানসিক আঘাত করা।

স্বামীর পক্ষ থেকে যেসব নুশূয হয়ে থাকে তার কোনো-কোনোটা হয় অসৎসঙ্গ ও মানবিক মূল্যবোধের অভাবজনিত কারণে। প্রায়শই দেখা যায় স্বামী সাংসারিক দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যেতে চায় এবং পালাতে না পেরে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ তৈরি করে। স্বামীর দায়িত্ব এড়ানো ও পলায়নপরতার সামনে স্ত্রী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে স্ত্রীর সঙ্গে বৈরিভাব পোষণ করে, স্ত্রীর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে, কর্কশ ভাষায় কথা বলে, ক্রমাগত দুর্ব্যবহার করে। স্ত্রীর অধিকারগুলো অস্বীকার করে, তার খোরপোশ দিতে চায় না। স্ত্রীকে তো শান্তি দেয়ই না; বরং তাকে মানসিকভাবে পীড়ন করে। এভাবে দাম্পত্য জীবন একেবারে বিষিয়ে যায়।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে নুশূয

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে নুশূয হয়ে থাকে : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে, মনোমালিন্য থেকে দুর্ব্যবহার শুরু করে, নিজেদের মধ্যকার আবেগ-ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে। তারা পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয় এবং ঝগড়াঝাটি, মারামারি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চলতেই থাকে। একে অপরের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার নানা ধরনের দ্বন্দ্ব থেকেই নুশূযের সূত্রপাত হয় এবং এসব দ্বন্দ্ব কেবল স্বামী-স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না; বরং সন্তানাদি, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং নুশূযের প্রেক্ষাপট

কোনো সন্দেহ নেই যে, দাম্পত্য কলহ বা স্বামী-স্ত্রীর নুশূযের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে এসব কারণের জন্য মূলত স্বামী-স্ত্রী ও আংশিকভাবে পরিবার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারই প্রধানত দায়ী। তৃতীয় পক্ষ বা পরিবেশ-পরিস্থিতিও দায়ী হতে পারে, তবে সেটা মুখ্য নয়। দাম্পত্য কলহ মূলত স্বামী-স্ত্রীর কারণেই হয়ে থাকে; তারা যদি নিজের দায়িত্ব ও অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও ইতিবাচক না থাকে তাহলে ঘৃণা-বিরাগ ও কলহের সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং দাম্পত্য জীবন বিষিয়ে ওঠে।

দাম্পত্য কলহ বা নুশূযের কারণগুলোকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ১. স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার আদায় না-করা এবং ২. অধিকার ব্যতীত কতিপয় পারিপার্শ্বিক কার্যকারণ :

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার আদায় না-করা

ইসলাম দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক অধিকারগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং সেগুলো আদায়ের জন্য জোর তাকিদ দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মানবিক বন্ধনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান। এ-ব্যাপারে ইসলাম পরিপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের প্রতি অপরের কর্তব্য রয়েছে, রয়েছে ন্যায়সঙ্গত অধিকারও।

প্রথমে আমরা স্ত্রীর অধিকারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। স্বামীর ওপর স্ত্রীর অনেক অধিকার রয়েছে, যেগুলো আদায় করা স্বামীর আবশ্যক কর্তব্য। আমরা সংক্ষেপে সেগুলো তুলে ধরছি।

স্ত্রীর অধিকারসমূহ

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অসংখ্য অধিকার রয়েছে। তার মধ্যে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমরা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

১. স্ত্রীর ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য প্রশান্তি

স্বামীকে এ-কথা অনুধাবন করতে হবে যে, তার স্ত্রী সবাইকে ও সবকিছুকে ত্যাগ করে তার কাছে যে এসেছে এবং তাকে জীবনসঙ্গী বানিয়ে নিয়েছে তার পেছনে কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হলো মানসিক স্বস্তি, আত্মিক প্রশান্তি ও জীবনযাপনের নিরাপত্তা। কোনো নারী তার স্বামীর কাছে যতটা প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বোধ করে, অন্য কারো কাছে তা করে না। এটাই সত্য, এটাই বাস্তবিক। অন্যদিকে স্বামীও তার স্ত্রীর কাছে যে-ভালোবাসা, স্বস্তি-প্রশান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে অন্য কারো কাছে তা করে না এবং সেটা সম্ভবও নয়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে (Al-Qurān, 30:21)।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর যে-অধিকার তার মূল কারণ কিন্তু এটিই; কারণ স্ত্রীই স্বামীর সার্বিক শান্তি ও স্বস্তির জায়গা।

২. স্ত্রীর মোহরানা পরিপূর্ণ আদায় করা

মোহরানা স্ত্রীর একচ্ছত্র অধিকার এবং স্বামীর জন্য মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা স্বামীর ওপর তা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বা স্বামী-স্ত্রীর নিভৃতিযাপনের মধ্য দিয়েই স্বামীর ওপর নির্ধারিত মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও ইজমা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

> আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করো (Al-Qurān, 4:4)।

অপর আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

> উপর্যুক্ত নারীরা ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারত মোহরানা অর্পণ করবে (Al-Qurān, 4:24)।

নিহ্‌লাহ (نِحْلَة) শব্দের অর্থ উপহার। আল্লাহ তাআলা মোহরানাকে নিহ্‌লাহ বলেছেন এ-কারণে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীদের জন্য উপহার। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, মোহরানা ফরজ, অর্থাৎ আবশ্যিক, স্বামীকে এটা অবশ্যই দিতে হবে। মোহরানার আবশ্যিকতা কুরআনের দ্বারাই প্রমাণিত হয় (Al-Kāsānī 1998, 2/274; Al-Dardīr 1372H, 2/449)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মোহরানা নির্ধারণ করে বিবাহ করেছেন, তাঁর কন্যাদেরকেও মোহরানা নির্ধারণ করেই বিয়ে দিয়েছেন। (Ibn Mājah ND, 1887) সুতরাং স্বামীকে অবশ্যই নির্ধারিত মোহরানা প্রদান করতে হবে, এতে গড়িমসির সুযোগ নেই (Al-Kāsānī 1998, 2/274; Al-Dardīr 1372H, 2/449)।

৩. স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণ

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে স্বামীর জন্য স্ত্রীর যাবতীয় খোরপোশের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এটাই ইসলামের নির্দেশ। এমনকি স্ত্রী যদি ধনাঢ্য হয় এবং স্বামীর খোরপোশের তার প্রয়োজনও না হয়, তবুও তাকে খোরপোশ দিতে হবে (Al-Bahūtī 2003, 322; Ibn Qudāmah 1968, 1/238)।

খোরপোশের অর্থ হলো ১. একটি ঘর বা বাসা, যেখানে স্ত্রীর সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য ও মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে, ২. উপযুক্ত পোশাক, যা তার সঙ্গে মানানসই এবং শীত ও গরমে তাকে সুরক্ষা দান করে; ৪. প্রয়োজনীয় খাদ্য, যা তার স্বাস্থ্যকে সুস্থ ও সজীব রাখে; ৫. এবং অন্যান্য জিনিস যা জীবনযাপনের জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (স্ত্রীদের) ভরণপোষণ করা (Al-Qurān, 2:233)।

সূরা তালাকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه﴾

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে (Al-Qurān, 65:7)।

এই ক্ষেত্রে আরো দলিল হলো আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস,

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ.

হিন্দা বিনতে উতবা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আবু সুফ্‌য়ান তো কৃপণ লোক, সে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট খোরপোশ দেয় না। তবে আমি তাকে না জানিয়ে তার (টাকা-পয়সা) থেকে নিয়ে নিই। (এটা কি আমার

জন্য সঙ্গত?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু যথেষ্ট ততটুকু নাও (Al-Bukhārī 1987, 5364)।

ইবনে মুনযির বলেছেন,

أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلاَدِهِ الأَطْفَال الَّذِينَ لاَ مَال لَهُمْ.

আমি যাঁদের থেকে ইল্‌ম অর্জন করেছি তাদের সবাই এ-ব্যাপারে একমত যে, স্বামী তার শিশু সন্তানদের, যাদের সম্পদ নেই, যাবতীয় খোরপোশ বহন করবে (Al-Mausū'ah1427H, 41/78)।

৪. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচার করা এবং তাকে কষ্ট না-দেওয়া

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি পবিত্র বন্ধন, যা ভালোবাসায় সিক্ত ও মধুর হওয়া কাম্য। এমন দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট ও কল্যাণময় রাখার দায়িত্ব স্বামীকেই বেশি পালন করতে হবে, কারণ সেই পরিবারের কর্তা। সদাচার ও সদ্ব্যবহার, ক্ষমাগুণ ও মমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি একজন গৃহকর্তার বড় গুণ। নারীদের স্বভাবজাত কিছু ব্যাপার থাকে, সেগুলো কখনো ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত নয়। স্ত্রীর ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করা, তাকে আল্লাহর বাণী ও রাসূলের হাদিস থেকে উপদেশ দিয়ে মন-মানসিকতা ঠিক রাখা স্বামীর দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও। কারণ নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে; আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঁকা হলো উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে ফেলবে এবং যদি ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও (Al-Bukhārī 1987, 3331; Muslim 2003, 1468)।

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي،

তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে সবচেয়ে উত্তম (Al-Tirmīdhī 1998, 3895)।

সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করতে হবে; অহেতুক রাগারাগি করা যাবে না, দুর্ব্যবহার করা যাবে না। সে যে পরিবারের জন্য কতটা কষ্ট স্বীকার করছে তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

স্বামীর অধিকারসমূহ

স্ত্রীর ওপর স্বামীর কিছু অধিকার রয়েছে, যেগুলো পালন করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। স্ত্রী এসব অধিকার আদায়ে ও স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালনে বিমুখ হলে দাম্পত্য কলহ অবশ্যম্ভাবী।

১. ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা

আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর ওপর স্বামীর আনুগত্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। স্ত্রীর আনুগত্য স্বামীর প্রধানতম অধিকার। যা-কিছু ন্যায়সঙ্গত, শরীয়তসম্মত ও মঙ্গলজনক তাতে স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব। এই আনুগত্য সাংসারিক দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক। এটা অফিসিয়ালি কর্মকর্তার প্রতি কর্মচারীর আনুগত্য নয়; বরং স্ত্রীর ভালোবাসা, মুহাব্বত ও মমতা থেকেই স্বামী টের পাবে স্ত্রী তাকে কতটা মানে, কতটা দৃঢ় বন্ধনে তাকে আবদ্ধ রাখতে চায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

> যদি তারা তোমাদের প্রতি অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। (Al-Qurān, 4:34)

স্বামীর আনুগত্যের অর্থ হলো কোনো ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া না করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা; এর উল্টো হলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির বীজ রোপিত এবং ধীরে ধীরে তা বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। এক সময় সংসারটা টিকিয়ে রাখায় দায় হয়ে পড়ে। এ-কারণেই আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে স্ত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

> যে-নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে-কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো (Aḥmad 2001, 1661)।

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

> যদি আমি কাউকে কোনো মানুষকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে স্বামীর সিজদা করার নির্দেশ দিতাম (Al-Tirmīdhī 1998, 1159)।

এই হাদিসে স্বামীর আনুগত্য যে কতটা জরুরি সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে অন্যায় ও অসৎ কাজে এবং আল্লাহর নাফরমানিতে স্বামী কেন, কারোরই আনুগত্য করা যাবে না।

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ.

> কোনো নারী যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (Al-Tirmīdhī 1998, 1161; Ibn Mājah ND, 1854)।

অর্থাৎ স্বামীর হক যথাযথভাবে আদায় করবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজের, সন্তানাদি ও স্বামীর ধন-মালে কোনোরূপ খেয়ানত করবে না।

ইসলাম স্বামীর অনুগত নারীকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করেছে, তাকে সৌভাগ্যবতী নারী বলে আখ্যায়িত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার উত্তম নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি জবাবে যা বলেছেন তাতে একজন আদর্শ নারীর প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি নিম্নরূপ,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِه بِمَا يَكْرَهُ.

> রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তম নারী কে? তিনি বললেন, এমন নারী যার দিকে তাকালে স্বামী শান্তি পায়, স্বামী কোনো নির্দেশ দিলে তা মান্য করে এবং নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে এমনকিছু করে না যা স্বামী অপছন্দ করে (Al-Nasayī 1420H, 3231)।

যে-নারী স্বামীর আনুগত্য মেনে নেয় সংসারজীবনে সেই কল্যাণময়, সেই সুখী হয়।

২. স্বামীর অবদান স্বীকার করা

সতী ও শিষ্টাচার গুণসম্পন্না স্ত্রী সবসময় স্বামীর অবদান স্বীকার করে এবং স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে স্বামীর অধিকার নিজের অধিকারের চেয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। স্বামী মনে কষ্ট পায় বা ক্ষুব্ধ হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে সে স্বামীর মা-বাবা ও ভাইবোন ইত্যাদি নিকটাত্মীয়ের অধিকারের প্রতিও সচেতন থাকে।

৩. স্বামীর সঙ্গে সহাবস্থান করা

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহাবস্থান করা স্বামীর অন্যতম অধিকার। স্বামী যেখানে স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করবে, সেটা নিজের বাড়ি হতে পারে, ভাড়াকরা বাসা হতে পারে বা অন্যকিছু হতে পারে - সেখানে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে থাকতে হবে। স্বামীর সম্মতি ছাড়া স্ত্রী যদি তার বাসস্থান থেকে বেরিয়ে যায় বা অন্য কোথাও অবস্থান করে তাহলে স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। স্বামী শারীরিক ও মানসিকভাবে পীড়িত হয়। তাই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া স্ত্রীর স্বামীর বাড়ি থেকে বের হবে না এবং কোথাও বেড়াতে যেতে হলে স্বামীর সম্মতি যাবে। বাবার বাড়িতে বা অন্য কোথাও বেড়াতে গিয়ে দুই-তিনদিনের জন্য বলে এক সপ্তাহ অবস্থান করা, এক সপ্তাহের কথা বলে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করাও ন্যায়সঙ্গত নয়; এতে দাম্পত্য জীবনে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্ত্রীর অধিকার রয়েছে মাঝে মাঝে বাবার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার; কিন্তু তা এত বেশি নয়, যাতে দাম্পত্য জীবনে কলহের সৃষ্টি হয়।

কেউ কেউ স্বামীর বাড়িতে অবস্থানকে বন্দিদশা মনে করে। মনে করে যে, এতে স্ত্রীর জীবন শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এগুলো ইসলামের শত্রুদের বিভ্রান্তিমূলক

প্রচারণা ছাড়া কিছু নয়। স্বামীর বাড়িতে স্ত্রীর অবস্থান এই কারণে যে, এতে দাম্পত্য জীবন হবে সুখের; সন্তান-সন্ততির দেখাশোনা, লালনপালন ও পরিচর্যা হবে যথার্থরূপে। স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়িতে অবস্থান না করে তবে তা সংসার থাকে না, হোস্টেলে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে।

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহাবস্থান বা স্বামীর বাসায় থাকার ব্যাপারে বহু দলিল রয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না (Al-Qurān, 33:33)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আল-আলুসি রহ. বলেছেন,

والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء.

কারনা শব্দটি তার সব পঠনভঙ্গিতে উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না)-এর প্রতি তাদের নিজেদের ঘরে অবস্থানের নির্দেশ বোঝায়। ঘরে অবস্থানের বিষয়টি অন্য সব নারী থেকেও কাম্য (Al-Ālūsī 1415H, 11/187)।

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾

তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারা যেন বের না হয় (Al-Qurān, 65:1)।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারীর ঘর থেকে বের হওয়ার বিষয়টিকে স্বামী থেকে তালাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন এবং স্ত্রীর বাসস্থানের ঘরকে তার ঘর বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর দ্বারা ঘরে অবস্থানের বিষয়টি জোরালো হয়। প্রয়োজনে বের হতে চাইলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে বের হওয়া কাম্য।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, সাওদা বিনতে যামআ এক রাতে বের হলেন। উমর রা. তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, হে সাওদা, তুমি নিজেকে লুকাতে পারনি। ফলে সাওদা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে এলেন এবং ঘটনাটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ সা. তখন আমরা কামরায় রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে একটি হাড় ছিলো। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন। আয়াত নাযিল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন (Al-Bukhārī 1987, 5237)।

প্রয়োজনের কারণে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি প্রদানের অর্থ হলো অপ্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি নেই। বাইরে যেতে হলে স্বামীকে অবগত করে যেতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকার

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধিকারের মধ্যে রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কমূলক জৈবিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দেওয়া; স্বামী ও স্ত্রীর উভয়কে এ-দিকে মনোযোগী হতে হবে এবং অপরের শরীর ও মনের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। উভয়কে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে-এমন দাম্পত্য আচরণের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এ-ধরনের আচরণ একপাক্ষিক হয়ে গেলে দাম্পত্য জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। স্বামীর থেকে আগ্রহ প্রকাশ পেলেও স্ত্রী থেকে প্রকাশ পায় না, অথবা স্ত্রী থেকে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলেও স্বামী থেকে সাড়া মেলে না-তাহলে দাম্পত্য জীবন থেকে ধীরে ধীরে সুখ ও স্বস্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কল্যাণকামনাও তাদের যৌথ অধিকার। স্বামী যেমন স্ত্রীকে অন্যায় ও গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখবে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে অন্যায় ও অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখবে। তারা পারস্পর আয়নারূপে জীবনের অপরিহার্য সঙ্গী হিসেবে জীবনযাপন করবে। স্বামী যেন পরিবারে ও পরিবারের বাইরে, সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে কোনো অসৎ কাজে লিপ্ত না হয়, অসততা ও দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়—সেদিকে স্ত্রী সবসময় কড়া নজর রাখবে। স্ত্রীও যেন কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে, টাকা-পয়সার অপচয় ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত না হয়—স্বামী সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কল্যাণময় দাম্পত্য জীবন ও সংসার গড়ে তুলতে পারবে, সন্তানদের কাছেও তারা আদর্শ মা-বাবা হিসেবে প্রতিভাত হবে। দুনিয়াতে যেমন, আখেরাতেও তারা পরস্পর সঙ্গী হিসেবে থাকবে।

স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিক ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখবে। স্ত্রীর সম্মানহানি মানে স্বামীরও সম্মানহানি, স্বামীর বেইজ্জতি মানে স্ত্রীরও বেইজ্জতি। স্ত্রী যেমন স্বামী বা তার কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ বা কথাবার্তা বলবে না, তেমনি স্বামীও স্ত্রী বা তার কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ বা কথাবার্তা বলবে না। এসবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়, যা কারো জন্য ভালো নয়।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর আচরণ কীরূপ তার একটি সামগ্রিক নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

> মুমিনদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত। আর মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ (অলঙ্কার বা আকর্ষণীয় পোশাক) প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর জাতীয় পরিচ্ছদ) দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপনীয় আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (Al-Qurān, 24:30-31)।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ তেমনই হবে যার পক্ষে সুস্থ বিবেকের রায় রয়েছে, যাতে বিবেকের সায় নেই তা থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। স্বাভাবিক কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে উৎসাহ দেবে; নিজের কাজ অন্যে করে দেবে—এই আশায় বসে থাকবে না।

স্ত্রীর নানা কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। এ-কারণে স্বামী তার প্রতি কঠোর হবে না, তার প্রতি রূঢ় আচরণ করবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

> তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করো; তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ (Al-Qurān, 4:19)।

অধিকার ব্যতীত কতিপয় পারিপার্শ্বিক কার্যকারণ

১. **অনধিকারচর্চা :** স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যদি পরিবারের সদস্যরা অনধিকারচর্চা করে তবে তা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না। সৎ পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে এবং স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষুব্ধ করে তোলা কখনো কাম্য নয়। এতে কেউ সুখী হতে পারে না। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর মায়ের অনধিকারচর্চার প্রবণতা বাংলাদেশে বেশি। কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশ বাদ দিয়ে নানা ধরনের অহেতুক কথা চালাচালি, চোগলখুরি ও কুৎসা রটনা করা হয়ে থাকে, এতে মেয়ের যেমন মঙ্গল হয় না, পরিবারের অন্য সদস্যেরও মঙ্গল হয় না। স্বামীর মায়েরও নেতিবাচক ভূমিকা থাকে দাম্পত্য কলহের ক্ষেত্রে; পুত্রবধূ ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ছেলেকে ফুসলানো তাদের একটি বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়, যা সুখের সংসারকে দুঃখ ও যন্ত্রণার সাগরে ভাসিয়ে দেয়। তাই স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারকে তাদের দাম্পত্য জীবনে

অনধিকারচর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ অনধিকারচর্চার ফলে ক্ষতি ছাড়া কারোরই কোনো লাভ হয় না।

২. **সন্দেহ ও কুধারণা :** স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্দেহ ও কুধারণা দাম্পত্য জীবনে কলহ ডেকে আনে এবং একটি সুন্দর সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলে। অধিকাংশ কুধারণা ও সন্দেহ হয়ে থাকে অহেতুক, যার কোনো ভিত্তি নেই। শোনা কথায় কান দিয়েও সন্দেহ ও কুধারণা করে থাকে কেউ কেউ এবং জীবনসঙ্গীর প্রতি মনটাকে বিষিয়ে তোলে। কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হলে তা সরাসরি জিজ্ঞেস করা উচিত এবং একই কথা বার বার ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। যে-ব্যাপারে সন্দেহ হবে তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে বসে আলোচনা করে সন্দেহর নিরসন করতে হবে, তা না হলে সন্দেহ ও কুধারণা যত বাড়বে দাম্পত্য জীবনে অশান্তিও তত বাড়বে।

৩. **মিডিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ**
মিডিয়ার নারীবাদী ও পুরুষবিদ্বেষী প্রচারণা নারীদের মনে পুরুষের প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ তৈরি করে। টেলিভিশন ও ইউটিউবে প্রচারিত নাটক-সিনেমা পরকীয়া, সংসার ভাঙা, স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের দাম্পত্য সম্পর্ক বিনষ্টকারী কর্মকাণ্ডে ইন্ধন জোগায়। বর্তমানে ভারতীয় সিরিয়াল নাটকগুলো পরিবারে ও সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানো, পরকীয়া সম্পর্কে জড়ানো, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ তৈরি করছে। পরিবার ও দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সুখী রাখতে হলে এসব নাটক-সিনেমা ও সিরিয়াল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

৪. **অতিরিক্ত আত্মসম্মানবোধ ও অহেতুক ক্রোধ**
দাম্পত্য সম্পর্ক হলো প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক—এখানে আত্মসম্মানবোধ ততটুকুই থাকা উচিত যতটুকু না থাকলে নয়। অতিরিক্ত আত্মসম্মানবোধ অহেতুক ক্রোধের জন্ম দেয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সঙ্গীর সঙ্গে অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার করা অস্বাভাবিক নয়। স্বামী-স্ত্রীর যে-সম্পর্ক তাতে এত বেশি আত্মসম্মান ও ক্রোধ কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং মধুর সম্পর্ককে তিক্ততায় বিষিয়ে তোলে।

৫. **নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা**
নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাও দাম্পত্য জীবনে কলহ ডেকে আনে। অবাধ মেলামেশার ফলে পরপুরুষ বা পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। মানসিকভাবে পরপুরুষ বা পরনারীর প্রতি আকর্ষণ তৈরি হলে নিজের স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি বিরাগভাব তৈরি হয় এবং এর ফলে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে এবং এই ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৬. **শারীরিক চাহিদা অপূর্ণ থাকা**

স্বামী বা স্ত্রীর শারীরিক চাহিদা অপূর্ণ থাকলে দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল তৈরি হয়। একজন অপরজন থেকে দূরে সরে যায়। পারস্পরিক সন্দেহ তৈরি হয়; উভয়ে ধরে নেয় যে, অপরজন তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ও মনোবিদ অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল যুগান্তরকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি, হতাশা বা দূরত্ব বাড়ার অন্যতম একটি কারণ হলো শারীরিক চাহিদা অপূর্ণ থাকা। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলে জানে না, একটা মেয়েকে কীভাবে শারীরিকভাবে সুখী করতে হয়। এভাবে দিনের পর দিন মেয়েরা বঞ্চিত হতে হতে একটা সময় তাদের মধ্যে এক ধরনের উদাসীনতা বা হতাশার সৃষ্টি হয়। এ রকম ঘটনা যে শুধু ছেলেদের ক্ষেত্রেই ঘটে সেটি নয়। অনেক মেয়েও তার সঙ্গীর শারীরিক চাহিদা পূরণে সচেতন কিংবা আগ্রহী নয়। এ শারীরিক অপূর্ণতাই পরপুরুষ বা পরনারীতে আগ্রহের সৃষ্টি করে। কাজেই শারীরিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে উভয়কে সচেতন হতে হবে' (Jakaria 2019, 13)।

স্ত্রীর নুশূযের কারণ

স্ত্রী যে স্বামীর অবাধ্য হয়, তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসে, বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করে, নিজের দায়িত্বাবলি ও স্বামীর অধিকারগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না—তার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এসব কারণ স্ত্রীর নিজের পক্ষ থেকে থাকতে পারে, স্বামী ও তৃতীয় পক্ষ থেকে থাকতে পারে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণেও স্ত্রীর নুশূয হতে পারে। স্ত্রীর নুশূযের সংশোধনের জন্য এসব কারণ জানা থাকা জরুরি।

১. **স্ত্রীর পক্ষ থেকে :** স্ত্রীর জন্য স্বাভাবিকভাবেই এমনকিছু কারণ থাকে, যার জন্য সে নুশূয করে থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, যে-পরিবারে সে বেড়ে উঠেছে সেই পরিবারের নীতি-নৈতিকতা, আখলাক ও শিষ্টাচারচর্চার অভাব। অভিভাবকগণ তাকে শিষ্টাচার ও আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়নি, বা এ-দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। ফলে তাদের মেয়েটির মধ্যে মানবিক মূল্যবোধগুলো বিকশিত হয়নি; সে যা দেখেছে তা-ই শিখেছে। পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা যদি দীনদার ও শিষ্টাচারে অভ্যস্ত না হয় তাহলে সেই পরিবার থেকে নম্র-ভদ্র ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিতা মেয়ে পাওয়া মুশকিল। যে-পরিবারের সদস্যরা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে জীবনযাপন করে তাদের পক্ষে কোনো মেয়েকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা মুশকিল।

স্ত্রীর অতি আত্মমর্যাদাবোধ ও পারিবারিক আভিজাত্যও স্বামীর আবাধ্য হতে এবং স্বামীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করতে প্ররোচিত করে। ফলে সে স্বামীকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

এগুলো ছাড়াও স্ত্রী তার বিভিন্ন চারিত্রিক দোষের কারণে স্বামীর অবাধ্য হয়ে থাকে এবং দাম্পত্য কলহ লাগিয়ে রাখে।

২. **স্বামীর পক্ষ থেকে :** স্বামীর পক্ষ থেকে কিছু কারণ থাকে যেগুলো স্ত্রীকে নুশূয করতে বাধ্য করে।

স্বামী যদি কৃপণ হয় এবং স্ত্রীর যথার্থ ভরণপোষণ দিতে গড়িমসি করে তখন স্ত্রীর মনে বিরাগভাব তৈরি হয়। স্ত্রী যখন দেখে তার সমকক্ষরা বা আত্মীয়-স্বজন যা পাচ্ছে সে তা পাচ্ছে না, স্বামীর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার পেছনে খরচ করছে না তখন সে স্বামীর প্রতি বিরাগ হয়। অনীহা ও বিরাগবোধ থেকে একসময় স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়ে পড়ে।

স্বামী অমিতব্যয়ী ও অপচয়কারী হলেও সংসার-জীবনে তা বিপর্যয় ডেকে আনে। স্ত্রী-সন্তানেরা কষ্টে পড়ে যায়, ফলে স্বামী তাদের থেকে যে-আচরণ আশা করে সে-আচরণ পায় না। স্ত্রী বাধ্য হয়ে স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

স্বামীর ব্যক্তিত্বহীনতাও দাম্পত্য কলহের একটি কারণ। স্বামী যদি পরিবার, স্ত্রী-সন্তানের মান-মর্যাদার সুরক্ষা দিতে না পারে তাহলে কে তাকে পছন্দ করবে। নারীরা সাধারণত এ-ধরনের পুরুষদের পছন্দ করে না।

স্বামীর চরিত্রহীনতা দাম্পত্য কলহের অন্যতম কারণ। স্বামী নানা দিক থেকে চরিত্রহীন হতে পারে; পরনারীর সঙ্গে সম্পর্ক, অসৎ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালন না করা, দৃষ্টিকটু ক্ষতিকর বদঅভ্যাসে নিমজ্জিত হওয়া, দুর্নীতি ও অসততার আশ্রয় নেওয়া, মিথ্যাচার করা, অহেতুক রাগারাগি করা—এগুলোর স্বামীর চরিত্রহীনতার লক্ষণ। স্বামীর চরিত্র এমন হলে স্ত্রী অবশ্যই অবাধ্য ও বিদ্রোহী হতে বাধ্য।

৩. **তৃতীয় পক্ষ থেকে :** তৃতীয় পক্ষ থেকেও কিছু কারণ থাকে যেগুলো স্ত্রীর নুশূযের জন্য দায়ী। স্ত্রী যখন দুষ্ট বান্ধবীদের ও অসৎ প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেশে তখন তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। সে তার আখলাক-শিষ্টাচার ও মানবিক গুণাবলির পরিচর্যা করতে ব্যর্থ হয়, যা দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে তোলে। 'অসৎসঙ্গে সর্বনাশ হয়' কথাটি এখানেও প্রয়োজ্য।

টিভিতে সিরিয়াল দেখা, নাটক-সিনেমায় আসক্ত হওয়া—এগুলোও স্ত্রীর মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহ ও পরকীয়ার ক্ষেত্রে হিন্দি সিরিয়ালগুলো একটা বড় ভূমিকা পালন করে। নাটক-সিনেমায় যা দেখানো হয় তা কিছুতেই সুস্থ পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে পড়ে না। স্বামীকে কথায় কথায় তুই-তুকারি করা, পরপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া, সংসার ভেঙে দিয়ে চলে যাওয়া—এগুলো নাটক-সিনেমার প্রধান বিষয়। এসব নাটক-সিনেমার কারণে স্ত্রীর যে-মানসিক পরিবর্তন আসে তা কখনো কল্যাণকর হয়; বরং তার নিজের ও পরিবারের সবার জন্য অকল্যাণকর।

স্বামীর নুশূযের কারণ

বিভিন্ন কারণে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা কমে যেতে পারে এবং স্ত্রীর প্রতি বিরাগ জন্ম নিতে পারে। বিরাগ ও ঘৃণা থেকে স্বামী দুর্ব্যবহার শুরু করে। কয়েকটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. স্ত্রীর কটুকাটব্য যদি দিনের পর দিন চলতে থাকে তাহলে তা স্বামীর মনে ঘৃণা ও বিরাগের উদ্রেক করে। স্ত্রীর অবিরাম অভিযোগ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথাবার্তা বলা স্বামীর মন থেকে তার প্রতি যে-ভালোবাসা ও মমতা ছিলো তা দূর করে দেয়। এক সময় দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে, তাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

২. স্ত্রীর সন্তান না-হওয়া স্বামীর ঘৃণাবোধ ও দুর্ব্যবহারের কারণ হতে পারে, যা দাম্পত্য জীবনে কলহ নিয়ে আসে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে স্বামীও সমানভাবে দায়ী হতে পারে।

৩. নিজের স্ত্রীকে অন্য নারীদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। সবাই সমান সৌন্দর্য ও রূপের অধিকারী হবে—এমনটা ভাবা অন্যায়। যার চেহারা সুন্দর নয় তার মধ্যে হয়তো এমন অনেক গুণ রয়েছে যা অন্যের মধ্যে নেই। তা ছাড়া স্বামীদের নিজের চেহারা-সুরত সম্পর্কেও সচেতন থাকা উচিত।

৪. স্ত্রীর স্বভাবগত ও চারিত্রিক দোষত্রুটির কারণেও স্বামীর পক্ষ থেকে নুশূয হয়ে থাকে। স্ত্রীর কোনো স্বভাবজাত সমস্যা নিয়ে স্বামীর মনে বিরাগভাব থাকতে পারে।

নুশূযের প্রকারভেদ

নুশূয দুই ধরনের হতে পারে : ১. কথাবার্তায় নুশূয; ২. কাজেকর্মে নুশূয

কথাবার্তায় নুশূয : স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে বা তাকে কথা বলতে না দেয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে কথা না বলে বা তাকে এড়িয়ে যায় তাহলে তা কথাজাতীয় নুশূযের অন্তর্ভুক্ত। ডাকলে সাড়া না-দেওয়া, সাড়া দিলেও কর্কশ ভাষায় বা ধমকের সুরে কথা বলা, স্বর উঁচু করা, ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে নাম উচ্চারণ ও কথাও উক্তিবাচক নুশূযের মধ্যে পড়ে।

একে অপরকে গালি-গালাজ করা, অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা, নিন্দাবাদ করা, দোষত্রুটি উল্লেখ করে খোটা দেওয়া, বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনকে তুলে ধরে গালি দেওয়া বা কটু কথাও নুশূয। (Ibn Qudāmah 1968, 7/611)

কাজেকর্মে নুশূয : স্বামীর স্ত্রীকে ও স্ত্রীর স্বামীকে শয্যায় এড়িয়ে যাওয়া এবং এই ক্ষেত্রে আহ্বান জানালেও যৌক্তিক কারণ ছাড়া সাড়া না দেওয়া। কেউ কারোর চেহারা না দেখা, স্পর্শ করতে বাধা দেওয়া, সামনা-সামনি হলে উপেক্ষা করা। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া, হাতাহাতি ও মারামারি করা, স্ত্রীকে ঘরে ফেলে রেখে

বাইরে রাতযাপন করা। স্বামীকে না জানিয়ে স্ত্রীর পিতার বাড়িতে বা অন্য কোথাও চলে যাওয়া, স্বামীর সম্পত্তিতে তছরুফ ও খেয়ানত করা। আল্লাহর হক (নামাজ, রোযা ইত্যাদি) আদায় না করা অথবা স্বামীর অজ্ঞাতে নফল রোযা করা। এগুলোর কর্মগত নুশূযের অন্তর্ভুক্ত। (Ibn Qudāmah 1968, 7/46)

দাম্পত্য কলহের পরিণাম : কিছু বাস্তবিক চিত্র

দাম্পত্য কলহের নেতিবাচক পরিণাম স্বামী-স্ত্রীকে যেমন, তেমনি পরিবারের অন্য সদস্যদেরকেও ভোগান্তিতে ফেলে। মানসিক ও শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, অশান্তি লেগেই থাকে। সন্তানদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিচে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

ডিপ্রেশন ও বিষাদগ্রস্ততা

দাম্পত্য কলহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর একজন বা উভয়ে ডিপ্রেশন ও বিষাদগ্রস্ততায় আক্রান্ত হতে পারে। এটা এমন ব্যাধি তা মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ডা. সাঈদ এনাম জানিয়েছেন, দাম্পত্য কলহের কারণে ডিপ্রেশন আসতে পারে এবং একসময় তা আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে নিচের লক্ষণগুলো দেখা গেলে বোঝা যাবে যে সে ডিপ্রেশনে ভুগছে।

- ♦ সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকা;
- ♦ উৎসাহ-উদ্যম হারিয়ে ফেলা;
- ♦ ঘুম কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া;
- ♦ রুচি কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া;
- ♦ ওজন কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া;
- ♦ কাজকর্মে শক্তি না পাওয়া;
- ♦ মনোযোগ হারিয়ে ফেলা;
- ♦ মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া;
- ♦ নিজেকে নিঃস্ব ও অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করা;
- ♦ অযাচিত অপরাধবোধ;
- ♦ আত্মহত্যার কথা ভাবা ও বলা।

এই লক্ষণগুলো টানা দুই সপ্তাহের বেশি থাকলে তাঁকে মেজর ডিপ্রেশনের রোগী বিবেচনা করা হয় এবং বলা যায় তিনি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে আছেন (Enam 2018)।

ডিপ্রেশন কেবল স্বামী-স্ত্রী বা মা-বাবার মধ্যে নয়, সন্তানদের মধ্যেও দেখা দিতে পারে। যে-পরিবারে দাম্পত্য কলহ থাকে সেখানে শিশুরা সুস্থ ও আনন্দময় পরিবেশ পায় না। ড. রুমানা হক বলেন, 'যেসব শিশু কোনো কারণে মা-বাবার স্নেহ থেকে

বঞ্চিত হয় বা মা-বাবার পারস্পরিক বিরোধ ও কোন্দলের মধ্যে বড় হয়, তাদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে ডিপ্রেশন হতাশার পরিমাণ বেশি দেখা যায়। অসুখী বিবাহ, দাম্পত্য ও জৈবিক চাহিদার ব্যাপারে আগ্রহ কমে যাওয়াও ডিপ্রেশনের অন্যতম কারণ' (Haque 2018, 7)।

আত্মহত্যার প্রবণতা

দাম্পত্য কলহ বা অসুখী দাম্পত্য জীবন মানুষকে কীভাবে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়—এর একটি মর্মন্তুদ উদাহরণ হলো, চট্টগ্রামের চিকিৎসক মোস্তফা মোরশেদ আকাশের আত্মহত্যা। ঘটনাটি দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো। আত্মহত্যার আগে ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, 'আমি বারবার বলেছি আমাকে ভালো না লাগলে ছেড়ে দাও কিন্তু চিট কর না, বিশ্বাস ভাঙ্গিওনা, মিথ্যা বল না। আমার ভালোবাসা সবসময় ওর জন্য ১০০% ছিল। আমাদের দেশে তো ভালোবাসায় চিটিং-এর শাস্তি নেই। তাই আমিই বিচার করলাম। আর আমি চিরশান্তির পথ বেছে নিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার বউ' (Jugantor, Feb. 1, 2019)।

গত মার্চে দুই শিশু সন্তানকে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টার সংবাদ দেশবাসীর মনে আলোড়ন তৈরি করে। দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'রাজধানীর খিলগাঁও থানার দক্ষিণ গোড়ানে মেহজাবিন আলভী (১১) ও জান্নাতুল ফেরদৌস (৭) নামে ফুটফুটে দুই শিশুকে গলাকেটে হত্যা করেছেন এক মা। পরে তিনিও শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। (Jugantor, Mar. 8, 2020)।

খিলগাঁও থানা পুলিশ জানায়, 'তাদের ধারণা, দাম্পত্য কলহ ও হতাশা থেকে শুক্রবার রাতের কোনো এক সময়ে ওই দুই শিশুকে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন পপি। তিনি হাসপাতালে নার্সদের কাছে দুই সন্তানকে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। ঘটনাস্থলে পাওয়া বিভিন্ন আলামত দেখেও পুলিশ কর্মকর্তারা নিশ্চিত হয়েছেন পপিই তার সন্তানদের হত্যা করেন' (Ibid.)।

খিলগাঁও থানার এসআই রুহুল আমিন বলেন, 'প্রাথমিকভাবে জানা যায়, পপিই দুই সন্তানকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাদের পারিবারিক কলহ চলছিল। তবে খুনের নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত কিনা কিংবা অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না—তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' খিলগাঁও থানার ওসি মশিউর রহমান বলেন, 'বাসায় একটি চিঠি তারা পেয়েছেন, যাতে সাংসারিক বিভিন্ন ঝামেলার কথা বলা হয়েছে। এটাকে সুইসাইডাল নোট বলা যায় না, কারণ সব লেখা সরাসরি লেখা নেই। তবে ইঙ্গিত বহন করে। পরে পপির স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় দাম্পত্য কলহের কথা' (Ibid.)।

গত ২৫ শে জুন বগুড়ার আদমদীঘিতে দাম্পত্য কলহের কারণে দুই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়। দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, 'বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় স্বামী-স্ত্রীর কলহের জেরে পৃথক স্থানে দুই দিনে দুজনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার

পশ্চিম ছাতনীতে ও বুধবার দিবাগত রাতে বড় আখিড়া আদর্শগ্রামে পৃথক দুটি ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের পশ্চিম ছাতনী গ্রামে স্বামীর ওপর অভিমান করে সুনজু (৩০) নামের গৃহবধূ ও বড় আখিড়া আদর্শগ্রামে স্ত্রী আইমা খাতুনের ওপর অভিমান করে রুবেল হোসেন (১৮) নামের এক ট্রাক হেলপার বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। গৃহবধূ সুনজু পশ্চিম ছাতনী শাহীন হোসেনের স্ত্রী ও রুবেল হোসেন বড় আখিড়া আদর্শগ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে। আদমদীঘি থানার ওসি জালাল উদ্দীন জানান, পুলিশ খবর পেয়ে নিহতদের বাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছেন' (Kaler Kantho, June. 25, 2020)।

প্রেম করে বিয়ের ২ মাস পরই একসঙ্গে আত্মহত্যা স্বামী-স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে দৈনিক সমকালে সংবাদ প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়, 'নাটোরের গুরুদাসপুরে দাম্পত্য কলহের জেরে আবু হাসান (১৯) ও তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুন (১৬) আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার ভোরে নিজ বাড়িতে গ্যাসট্যাবলেট খেলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর তাদের মৃত্যু হয়। নিহত আবু হাসান উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের গোপিনাথপুর গ্রামের কৃষক রেজাউল ইসলামের ছেলে ও তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুন রাজশাহীর পুঠিয়ার শফিকুল ইসলামের মেয়ে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শওকত রানা লাবু জানান, দুই মাস আগে স্বপ্না খাতুনের সঙ্গে গুরুদাসপুরের গোপিনাথপুর গ্রামের আবু হাসানের প্রেমের সম্পর্কের জেরে বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে মান-অভিমান চলতো। এক পর্যায়ে শনিবার ভোরে তারা একসঙ্গে বিষপান (গ্যাসট্যাবলেট) করে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর দুজনই মারা যান' (Samakal, Aug. 24, 2019)।

এ-ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা কমিয়ে আনতে হলে বা বন্ধ করতে হলে অবশ্যই পরিবারকে ও সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যথাসময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দাম্পত্য কলহ ও আমাদের সামাজিক প্রেক্ষপট

দাম্পত্য কলহের জন্য আমাদের দেশের বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট দায়ী। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যৌতুকপ্রথা, পরকীয়া, স্বামীর মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

যৌতুকপ্রথা ও দাম্পত্য কলহ

যৌতুকপ্রথা কেবল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং তা সবসময় ভয়াবহ দাম্পত্য কলহ জিইয়ে রাখে। যৌতুকের কারণে স্ত্রীর ওপর নির্যাতন ও হত্যা, সংসার ভেঙে যওয়া, স্ত্রীর আত্মহত্যা, মামলা-মোকদ্দমা যেন নিত্যদিনের ঘটনা। আমাদের সমাজের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে নিচে বর্ণিত কিছু ঘটনা থেকে তা অনুধাবন করা সম্ভব।

গত ৩রা অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোতে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, এক গৃহবধূ যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তবে

নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এটিকে হত্যা বলে দাবি করা হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা পৌর এলাকার বিশারাবাড়ী এলাকা থেকে বিয়ের ৯ মাস পর শনিবার দুপুরে ইয়াসমিন আক্তার (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের বাবার দাবি, তাঁর মেয়েকে যৌতুকের জন্য খুন করে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ বলছে, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলেই জানা যাবে, এটি হত্যা না আত্মহত্যা। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লার বাঙ্গরা থানার সীমানার পাড় গ্রামের আবদুল আউয়াল মিয়ার মেয়ে ইয়াসমিন আক্তারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। করোনার কারণে ছুটি শেষ হলে সাইফুল সৌদি যেতে পারেননি। বিয়ের পর থেকেই বিভিন্নভাবে ইয়াসমিনকে নির্যাতন করা হতো। এ নিয়ে দুই পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিকবার সালিসও হয়' (Prothom Alo, Oct. 03, 2019)।

যৌতুকের জন্য স্ত্রীর ওপর নির্যাতন ও চুল কেটে দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে আটকের সংবাদ প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়, 'যশোরের ঝিকরগাছায় যৌতুকের জন্য সাদ্দাম হোসেন (৩০) প্রায়ই স্ত্রীকে নির্যাতন করতেন বলে অভিযোগ আছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে নির্যাতনের একপর্যায়ে তিনি কাঁচি দিয়ে স্ত্রীর চুল কেটে দেন। নির্যাতনের শিকার ওই নারীর অভিযোগ, তাঁর স্বামী সাদ্দাম হোসেন মাদকাসক্ত। বিয়ের পর যৌতুকের দাবিতে তিনি তাঁকে প্রায়ই মারধর করেন। একবার তিনি তাঁকে তালাকও দিয়েছিলেন। পরে আবার তাঁকে বিয়ে করেন। গতকাল দুপুরে যৌতুকের দাবিতে তিনি আবারও তাঁকে মারধর করেন। একপর্যায়ে তিনি কাঁচি দিয়ে তাঁর মাথার চুল কেটে দেন। এলাকাবাসী ৯৯৯ নম্বরে কল করে ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। রাত আটটার দিকে পুলিশ হাড়িয়া গ্রামের বাড়ি থেকে সাদ্দামকে আটক করে (Prothom Alo, Jan. 26, 2020)।

প্রায় প্রতিদিনই যৌতুকের জন্য হত্যা-আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। সংসারগুলো তছনছ হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সবাই ভুক্তভোগী হচ্ছে। এমনকি যৌতুকের লোভে ভালোবাসারও কোনো মূল্য থাকে না। নিচের রিপোর্ট থেকে এটাই বোঝা যায় : 'যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানা এলাকার সাথি আক্তার (২৫) ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন গাজীপুরের টঙ্গীর শিলমুন এলাকার স্থানীয় এক ছেলেকে। বিয়ের প্রথম দুই মাস যেতে না যেতেই সংসারে দেখা দেয় অশান্তি। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন যৌতুকের টাকার জন্য চাপ দিতে থাকেন সাথিকে। প্রায়ই করতেন অমানবিক নির্যাতন। সম্প্রতি তিন লাখ টাকার জন্য আবারও নির্যাতন করা হয় সাথিকে। গত বুধবারের মধ্যে সেই টাকা দেওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু সাথি সে টাকা দিতে না পারায় একদিন পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেই লাশ হতে হয় তাঁকে। আজ শুক্রবার সকালে টঙ্গীর পূর্ব থানায় মেয়ের লাশ দেখতে এসে বারবার এসব কথাই বলছিলেন বাবা বাবলু রহমান। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে' (Prothom Alo, Jan. 21, 2020)।

যৌতুকপ্রথা বন্ধ করা না গেলে কিছুতেই দাম্পত্য কলহ ও স্ত্রী-নির্যাতন বন্ধ করা যাবে না। শত শত দাম্পত্য জীবন ও পরিবার তছনছ হয়ে যাবে এবং সমাজের ওপর এর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা সহজেই দূর করা যাবে না।

পরকীয়া ও দাম্পত্য কলহ

পরনারীর সঙ্গে স্বামীর এবং পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কই হলো পরকীয়া। দাম্পত্য জীবনে পরকীয়া এক ভয়াবহ ব্যাধি। পরকীয়া যে কেবল দাম্পত্য জীবন নষ্ট করে তা নয়; সন্তান, পরিবার ও সমাজেরও ক্ষতিসাধন করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা একসঙ্গে থাকলেও সংসারটা হয়ে যায় অগ্নিকুণ্ডের মতো। নিচে বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

'পরকীয়া-দাম্পত্য কলহে মাসে গড়ে তিনটি খুন হয় চট্টগ্রামে' শিরোনামে দৈনিক কালের কণ্ঠে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, 'স্ত্রী পরকীয়ায় আসক্ত, মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন পরকীয়া প্রেমিকের সঙ্গে। এ নিয়েই শুরু দাম্পত্য কলহ। আবার স্বামী আগে বিয়ে করেছেন, প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন—এমন ঘটনায়ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ চলছে। আর এই কলহের শেষ পরিণতি স্বামীর হাতে স্ত্রী কিংবা স্ত্রীর হাতে শিশুসন্তানসহ স্বামী খুন। দাম্পত্য কলহের জের ধরে চট্টগ্রামে এমন খুনোখুনির ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। সর্বশেষ এক সপ্তাহের ব্যবধানে দাম্পত্য কলহে প্রাণ গেছে দুই নারীর। নগর পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য মতে, বন্দর নগরের ১৬ থানায় সংঘটিত অপরাধের তথ্য বিবরণীতে পরকীয়ার ঘটনায় খুনের মামলার আলাদা হিসাব রাখা হয় না। তাই পরকীয়া ও দাম্পত্য কলহে হত্যাকাণ্ডের হিসাব নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে মাসে গড়ে তিনটি খুনের ঘটনাই থাকে পরকীয়া-দাম্পত্য কলহসংক্রান্ত' (Kaler Kantho, Dec. 24, 2019)।

পরকীয়ায় আক্রান্ত নারীরা নিজের সন্তানকেও হত্যা করতে ছাড়ে না। 'মায়ের পরকীয়ার বলি শিশুসন্তান' শিরোনামে প্রথম আলোতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলায় মায়ের পরকীয়া সম্পর্ক জেনে ফেলায় পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য হত্যার বিষয়ে আদালতের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। মির্জাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুমুর রহমান বিশ্বাস বলেন, ঘটনার ছয় মাস পর গতকাল সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ওই ওয়ার্ডের বর্তমান ইউপি সদস্য সাইদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে সাইদুল জানিয়েছেন, প্রতিবেশী হওয়ায় সিয়ামদের বাড়িতে সাইদুলের দীর্ঘদিন আসা-যাওয়া ছিল। একপর্যায়ে শাহজাহানের স্ত্রীর সঙ্গে সাইদুলের পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২৫ জানুয়ারি সাইদুলের সঙ্গে মাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পায় সিয়াম। এরপরই সিয়ামকে হত্যা করেন সাইদুল' (Prothom Alo, July. 20, 2019)।

দৈনিক যুগান্তরকে দেওয়া এক বক্তব্যে বাংলাদেশ মেন'স রাইট ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি প্রকৌশলী মো. ফারুক শাজেদ বলেন, 'নারীর জন্য একতরফা আইন, চাকরি ও ইন্টারনেটের কারণে আধুনিক নারী স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পোষণ করে থাকে। এছারাও ভরণপোষণের দায়িত্ব শুধু পুরুষের কাঁধে থাকার কারণে অনেক চাকরিজীবী নারী পুরুষকে অর্থিক সহযোগিতা করতে চান না। এভাবে নারীর শৌখিন চাকরির কারণে অনেক সময় সংসারে অশান্তি তৈরি হয়। বর্তমান সময়ে আকাশ সংস্কৃতি, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের কারণে সমাজে পরকীয়া একটি সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। নারীর এসব পরকীয়ার কারণে পুরুষ নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন' (Jugantor, Feb. 20, 20198)।

স্বামীর মাদকাসক্তি

স্বামী মাদকাসক্ত হলে সেই সংসারে শান্তি তো থাকেই না, নানা ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। স্বামীর মাদকাসক্তির কারণে পরিবার যেমন অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়ে, তেমনি স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর নেমে আসে দুর্যোগ।

'মাদক বিক্রিতে অস্বীকার, স্ত্রীর চোখ উপড়ে ফেলল স্বামী' শিরোনামে দৈনিক সমকালে যে-সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় : 'টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে স্ত্রীর চোখ উপড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। স্ত্রী মাদক বিক্রি করতে অস্বীকার করায় তার চোখ উপড়ে ফেলে। শনিবার গভীর রাতে কালিহাতী উপজেলার মাইস্তা দড়িপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতের নাম আঁখি আক্তার। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য আনোয়ার আনোয়ার হোসেন বলেন, ফারুক হোসাইন মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মাদক বিক্রি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। আঁখির চোখ উপড়ে ফেলে স্বামী পালিয়ে গেছে। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত' (Samakal, Jul. 06, 2020)।

নুশূযের শরয়ী হুকুম

নুশূয স্বামী বা স্ত্রী যার পক্ষ থেকেই হোক না কেন অথবা উভয়ের পক্ষ থেকে হলেও তা হারাম। শরীআহ একে নিষিদ্ধ করেছে। (Ibn Nujaym ND, 4/76; Al-Shīrāzī ND, 2/172; Al-Bahūtī 2003, 279) কারণ নুশূযে ক্ষতি ও অকল্যাণ ছাড়া কিছু নেই। নুশূয দাম্পত্য জীবনে বিষিয়ে তোলার পাশাপাশি পরিবারকে একটি নরকে পরিণত করে ছাড়ে। কেবল স্বামী-স্ত্রী নয়, সন্তানাদি ও পরিবারের অন্য সদস্যের জীবনও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের নুশূয করতে নিষেধ করেছেন, বিশেষ করে শারীরিকভাবে মেলামেশার ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন,

> إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.
>
> স্বামী যদি স্ত্রীকে শয্যায় (শারীরিক সম্পর্কের জন্য) আহ্বান করে এবং স্ত্রী আসতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে। (Al-Bukhārī 1987, 5193)

সহিহ মুসলিম একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

> وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.
>
> যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান জানালে সে যদি অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন; যতক্ষণ তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় না ততক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হন না। (Muslim 2003, 1436)

অপর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

> والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها.
>
> যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর কসম, স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় না করলে তার রবের হকও আদায় করতে পারবে না। (Al-Bayhaqī 2003, 14488; Ibn Mājah ND, 1853)

স্ত্রীর যেমন, তেমনি স্বামীর নুশূযও হারাম। কারণ তা মানবজীবনে ক্ষতি ও অকল্যাণ ডেকে আনে। স্বামীর নুশূয, অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার স্ত্রীকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি সন্তান ও সংসারকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে স্বামী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং স্বামীকে যে-কোনো ধরনের নুশূয থেকে বিরত থাকতে হবে।

নুশূযের পরিণতি

নুশূযের পরিণতিতে কিছু ঘটনা ঘটে। তা নিম্নরূপ :

১. স্ত্রীকে আটকে রাখা
২. খরচাদি ও শারীরিক সম্পর্কের অধিকার বর্জিত হওয়া
৩. তালাক বা খুল্‌আ

স্ত্রীকে আটকে রাখা : আদ্‌ল (عضل) বা স্ত্রীকে আটকে রাখার অর্থ হলো তার সঙ্গে ক্রমাগত দুর্ব্যবহার করা এবং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কাউকে বিবাহ করার সুযোগ না দেওয়া। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন আচরণ হারাম।

জাহিলি যুগে কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে তার অভিভাবকেরাই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতো; হয়তো তাদের মধ্য থেকে কেউ তাকে বিয়ে করতো অথবা ভিন্ন গোত্রের কারো কাছে বিয়ে দিতো। চাইলে বিবাহ না করেই নিজেদের কাছে আটকে রাখতো। অর্থাৎ, ওয়ারিশেরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মতো মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে জবরদস্তি অধিকার করে নিতো। মোহরানা না দিয়েই বিয়ে করতো বা অন্যত্র বিয়ে দিয়ে নিজেরাই মোহরানা আত্মসাৎ করতো। আবার কোথাও বিয়ে না দিয়ে নিজেদের কাছে আটকে রাখতো। এসব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল করেন,

> ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

হে ঈমানদারগণ, নারীদেরকে জবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীল কর্ম (ব্যভিচার) করে। তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে; তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ। (Al-Qurān, 4:19)

জাহিলি যুগের আরেকটি প্রথা ছিলো এরূপ যে, স্বামী নানা কারণে স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখতো; তার সঙ্গে মিশতোও না, আবার তালাকও দিতো না, যাতে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারে। উপর্যুক্ত আয়াতের দ্বারা এমন আচরণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আদ্ল (عضل) বা স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর আরো দলিল রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে। কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমালঙ্ঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের তোমরা আটকে রেখো না। যে এমন আচরণ করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ও কিতাব এবং হেকমত যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যার দ্বারা তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, তা স্মরণ করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়।'(Al-Qurān, 2:231)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

কারো ক্ষতি করো না এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে অন্যকে ক্ষতির মধ্যে ফেলো না। (Ibn Mājah ND, 2341)

স্ত্রীর নশূয বা অবাধ্যতার কারণে তাকে আটকে বা ঝুলিয়ে রাখলে তার যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি স্বামী তথা পরিবার ও সংসারেরও ক্ষতি হয়। তাই স্ত্রী অবাধ্য হলেও তার সঙ্গে এমন আচরণ করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। (Al-Qurān, 2:229)

খরচাদি ও শারীরিক সম্পর্কের অধিকার বর্জিত হওয়া

স্ত্রী অবাধ্যাচরণ করলে তার শয্যা বর্জন করা হবে, অর্থাৎ তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না।' (Al-Qurān, 4:34)

স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে অবাধ্য স্ত্রীর পালা বর্জিত হবে। শারীরিক সম্পর্কের জন্য সে স্বামীর সঙ্গ পাবে না।

স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামী থেকে প্রাপ্য আবশ্যক খরচাদি পাবে কি-না সে ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। কেবল ইবনে হায্ম আয-যাহিরি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। হানাফী, মালিকী, হাম্বলী ও শাফিয়ী ফকীহগণের মতে স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামী থেকে প্রাপ্য খরচাদি পাবে না (Al-Kāsānī Al-Hanafi 1986, 4/22; Al-Shāfiʿī 1990, 5/74; Al-Qurṭubī 1964, 5/63; Ibn Qudāmah 1968, 11/409)। তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে দলিল এই যে, স্ত্রীর অবাধ্যতার আশঙ্কা হলে আল্লাহ তাআলা তার শয্যা বর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, স্বামী তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করবে না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে তাকে খরচাদি না দেওয়ার অনুমোদনও রয়েছে। কারণ, শারীরিক সম্ভোগ একটি যৌথ অধিকার, যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে স্ত্রীর খরচাদি স্বামীকে একা বহন করতে হয়, যা কেবল স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং, যৌথ অধিকার যেখানে রহিত হয় সেখানে একক অধিকার অবশ্যই রহিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে শরীয়তের মৌলিক দিক ও বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،

তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোনো লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের ওপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে। (Muslim 2003, 1218)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী অবাধ্যাচরণ করলে ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাবে না।

অবশ্য ইবনে হায্ম আয-যাহিরি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, স্ত্রী অবাধ্য হলেও তাকে ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উপরিউক্ত হাদিসই তাঁর দলিল। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে স্ত্রীদের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা না করে

সামগ্রিকভাবে তাদের ভরণপোষণ দেওয়ার কথা বলেছেন। এখানে এ-কথার উল্লেখ নেই যে, আবাধ্যচরণ করলে ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং তালাক হওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রী তার প্রাপ্য পাবে। (Ibn Ḥazm al-Zāhirī ND, 10/88)

তবে এখানে জমহুরদের মতই প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগত স্ত্রীদেরই বুঝিয়েছেন, যারা স্বামীর গৃহে অবস্থান করছে। কারণ স্ত্রীর নুশূয তার ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারকে রহিত করবে। যেমন তিনি বলেছেন,

إن لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا.

নিশ্চয় স্ত্রীদের ওপর তোমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপর স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। (Al-Tirmīdhī 1998, 1163)

স্বামীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার হলো স্ত্রীর আনুগত্য পাওয়া এবং স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার হলো ভরণপোষণ পাওয়া। তাই স্ত্রী অবাধ্য হলে ভরণপোষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

তালাক বা খুল্‌আ

নানাবিধ কলহের কারণে দাম্পত্য জীবন যখন এতটাই বিষিয়ে ওঠে যে, স্বামী-স্ত্রীর আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব হয় না। তখন তালাক বা খুল্‌আর অবকাশ রয়েছে। কারণ একে অপরকে ঘৃণা করে, শ্রদ্ধাবোধকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে একসঙ্গে জীবন কাটানো যায় না। তালাক মানে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া এবং খুল্‌আ মানে স্ত্রী কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে কিছু বিনিময় গ্রহণ করে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এ-দুটি পদ্ধতির বৈধতা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

এই তালাক[১] দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে[২] তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই।

১. যে-তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাকে রজঈ'র কথা বলা হয়েছে।

২. মোহরানা বা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় একে খুল্‌আ বলা হয়।

এসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। যারা এসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম। (Al-Qurān, 2:229)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

স্বামীর তালাক প্রদানের অধিকার রয়েছে। (Ibn Mājah ND, 2081)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রীর ঘটনা। তা নিম্নরূপ :

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাবিত ইবনে কায়সের ব্যাপারে আমি চারিত্রিক বা ধর্মীয় বিষয়ে কোনো দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামে থেকে কুফ্‌রি করা (ধর্মীয় দিক থেকে স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? মহিলাটি বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিতকে বললেন, তুমি বাগানটি ফেরত নিয়ে তাকে (তোমার স্ত্রীকে) তালাক দিয়ে দাও। (Al-Bukhārī 1987, 5273)

এই হাদিসে দেখা গেলো যে, নারীটির আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবনে কায়সকে মোহরানা হিসেবে দেওয়া বাগানটি ফিরিয়ে নিয়ে তালাক প্রদান করতে বলেছেন।

স্ত্রী অবাধ্যাচরণ করলে তাকে দেওয়া সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তাফসীরে কুরতুবীতে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْبُغْضُ وَالنُّشُوزُ، قَالُوا: فَإِذَا نَشَزَتْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ. وَقَالَ قَوْمٌ: الْفَاحِشَةُ الْبَذَاءُ بِاللِّسَانِ وَسُوءُ الْعِشْرَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَهَذَا فِي مَعْنَى النُّشُوزِ. وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يُجِيزُ أَخْذَ الْمَالِ مِنَ النَّاشِزِ عَلَى جِهَةِ الْخُلْعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَرَى أَلَّا يَتَجَاوَزَ مَا أَعْطَاهَا رُكُونًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ).

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীল কর্ম করে.."। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও দাহহাক রহ. বলেছেন, এই আয়াতে الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ বা স্পষ্ট অশ্লীল কর্মের অর্থ হলো ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও নুশূয। তাঁরা বলেছেন, তাই স্ত্রী নুশূয করলে স্বামীর জন্য তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেওয়া বৈধ। এটাই ইমাম মালিকের মাযহাব। এক দল আলিম বলেছেন, আয়াতে অশ্লীলতার অর্থ হলো গালিগালাজ করা এবং কটুকাটব্য ও

দুর্ব্যবহারের দ্বারা স্বামীকে কষ্ট দেওয়া। এগুলো নুশূযের মধ্যেই পড়ে। কতিপয় আলিম অবাধ্য স্ত্রী থেকে খুল্‌আর মধ্য দিয়ে যাবতীয় সম্পদ নিয়ে নেওয়া বৈধ বলেছেন। তবে স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে সেটাই নিতে পারবে, এর বাইরে (যা সে দেয়নি) কিছু নিতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যাতে তোমরা স্ত্রীদের যা-কিছু দিয়েছ তার কিয়দংশ ভোগ করতে পার।" (Al-Qurṭubī 1968, 5/95)

নুশূযের প্রতিকার

স্ত্রীর নুশূযের প্রতিকার

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً.

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না।' (Al-Qurān, 4:34)

এই আয়াতে স্ত্রীর নুশূযের প্রতিকারের জন্য তিনটি ধাপ বর্ণনা করা হয়েছে। ১. সদুপদেশ দান, ২. শয্যা বর্জন, ৩. প্রহার।

সদুপদেশ দান : স্ত্রীর থেকে নুশূয ও আবাধ্যাচরণ প্রকাশ পেলে তাকে বোঝাতে হবে, উপদেশ ও নসিহতের মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। বোঝানো, উপদেশ দেওয়ার কাজটি শুধু স্বামী একা করবে না; বরং পরিবারের অন্য সদস্যরাও করবে। বিশেষ করে স্ত্রীর বাবা-মা ও ভাইবোনকে এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মা যদি মেয়েকে ভালোভাবে বোঝায় তাহলে সে অবশ্যই শুনবে। ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছে তা বারবার বুঝিয়ে বলতে হবে। স্বামী যেমন কাজটি করবে, অন্যরাও করবে। আশা করা যায়, এতে স্ত্রী তার নুশূয ও অবাধ্যাচরণ থেকে ফিরে আসবে। এটা হলো স্ত্রীর নুশূযের প্রাথমিক ও সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা।

শয্যা বর্জন : শয্যা বর্জনের অর্থ হলো আলাদা বিছানায় শোয়া, বা এক বিছানায় শুলে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখা এবং শারীরিক সম্পর্ক না করা। আরো ব্যাপকার্থে ধরলে বলা যায়, নানান আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে স্ত্রীকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, তোমার অবাধ্যাচরণের কারণে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি, বিরক্ত হচ্ছি। তুমি এ-রকম করো না। যদি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসা থাকে তাহলে এতেই সে সতর্ক হয়ে যাবে। এটাও বোঝা যাবে যে, তার অবাধ্যাচরণের ব্যাপারটা সাময়িক, রাগবশত বা অভিমানবশত সে এরূপ করেছে; তার মধ্যে স্থায়ীভাবে অবাধ্যতা নেই। তবে শয্যা বর্জন ও মুখ ফিরিয়ে রাখা তিন দিনের বেশি করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

কারো জন্য তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন রাতের (দিনের) বেশি কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। তিন দিনের মধ্যে তারা মিলিত হবে এবং এটা-ওটা নিবেদন করবে। তাদের মধ্যে যেজন আগে সালাম দেবে সেই উত্তম। (Al-Bukhārī 1987, 6077)

প্রহার : প্রহার হলো তৃতীয় বা শেষ ধাপ। উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোনো ফায়দা পাওয়া না গেলে প্রহার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রহার হলো শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য, আঘাত করার জন্য নয়। তাই এমনভাবে প্রহার করা যাবে না যাতে হাড় ভেঙে যায়, শরীর যখম হয়ে যায় বা আঘাতের চিহ্ন বসে যায়। তা ছাড়া চেহারা বা মুখমণ্ডলে কোনো ধরনের প্রহার করা যাবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রহারের কারণে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে স্বামীকে চিকিৎসাসহ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ ইসলামের নীতি এই যে, কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং নিজের ক্ষতির কারণে অন্যের ক্ষতি করা যাবে না। শিষ্টাচারের জন্য যে-প্রহার তার প্রভাব কেবল স্ত্রীর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু আঘাত করার জন্য প্রহার হলে তার প্রভাব উভয় পরিবারের সদস্যদের ওপর গিয়ে পড়ে। তাই এমনভাবে প্রহার করা যাবে না, যাতে তার শরীরে ক্ষত বা যখম হয়।

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, সদুপদেশের অর্থ এই যে, স্বামী স্ত্রীকে বলবে, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় তোমার ওপর আমার হক রয়েছে, এখন যা করছ তা থেকে সরে আসো। জেনে রাখো, আমার আনুগত্য করা তোমার ওপর আবশ্যক। এই অবস্থায় স্বামী তাকে প্রহার করবে না। কারণ এই পর্যায়ে উপদেশ-নসিহতই যথেষ্ট। স্ত্রী যদি তারপরও অবাধ্যাচরণ করে তবে শয্যায় তাকে পৃথক রাখবে, কথা বন্ধ রাখার সুযোগও তার রয়েছে। তবে তিনদিনের বেশি কথা বন্ধ রাখার অনুমতি নেই। শয্যা পৃথক রাখার ফলে স্ত্রী যদি তাকে ভালোবেসে থাকে তাহলে অবশ্যই ব্যাপারটি তার জন্য কষ্টদায়ক হবে এবং সে নুশূয ত্যাগ করবে। কিন্তু এর পরেও যদি স্ত্রী নুশূয চালিয়ে যায় তাহলে শিষ্টাচারমূলক প্রহারের অনুমোদন রয়েছে। ইমাম শাফিয়ি বলেছেন, প্রকার করার অনুমোদন রয়েছে, তবে প্রহার না করাই উত্তম (Al-Rāzī 1420H, 10/72)।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কোরাইশের গোত্রগুলোর মধ্যে পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করত। হিজরতের পর মদীনায় এলাম। এখানে দেখলাম যে নারীরা পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব করছে। আমাদের নারীরা মদীনার নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করার পর তাদের স্বামীদের সঙ্গে আবাধ্যাচরণ শুরু করলো এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইলো। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে বললাম, (আমাদের) নারীরা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যাচরণ করছে। তখন তিনি তাদের প্রহার করার অনুমতি দিলেন। এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কামরাগুলোতে বহু নারী সমবেত হলো এবং তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করলো (যে তারা তাদের প্রহার করে)। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন,

لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ

রাতের বেলা মুহাম্মদের পরিবারে সত্তরজন নারী সমবেত হয়েছে। তারা সবাই তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে এবং তারা তাদের স্বামীদের কাউকে উত্তম পায়নি (Ibid.)।

এই হাদিসের অর্থ এই যে, যারা তাদের স্ত্রীদের প্রহার করে তারা উত্তম নয়। ইমাম শাফিয়ি বলেন, এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রহার না-করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তাছাড়া চাবুক, লাঠি বা এ-জাতীয় কিছুর দ্বারা প্রহার করা যাবে না। ভাঁজ-করা রুমাল বা হাত দিয়ে সামান্য প্রকার করা যাবে। মোটকথা এই যে, যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রহার না-করাই কাম্য (Ibid.)।

স্বামীর নুশূযের প্রতিকার

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো গুনাহ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। (Al-Qurān, 4:128)

আল্লাহ তাআলা স্বামীর নুশূযের ক্ষেত্রে আপোস-নিষ্পত্তির কথা বলেছেন। স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণের আশঙ্কা করলে তাকে সংশোধনের সুযোগ দেবে। সংশোধন না হলে সালিশির মাধ্যমে আপোস-নিষ্পত্তি করবে। কিন্তু স্বামীর দুর্ব্যবহার যদি মারধর ও নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যায় তাহলে আদালতে অভিযোগ দায়ের করবে। বিচারক স্বামীর অপরাধ বিবেচনা করে তার শাস্তি বিধান করবেন।

দেশীয় আইনে দাম্পত্য কলহ নিরসন : তালাক ও মামলা

আইনের ভাষায় তালাক হচ্ছে 'বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা'। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তাদের একজনের পক্ষে বা উভয়ের পক্ষে একত্রে বসবাস করা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে তারা নির্দিষ্ট উপায়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। আইন অনুযায়ী স্বামী বা স্ত্রী যে-কেউ একে অপরকে তালাক দিতে চাইলে তাকে যে-কোনো পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথা তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় ইউপি/পৌর/সিটি মেয়রকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হবে এবং তালাক গ্রহীতাকে উক্ত নোটিশের নকল প্রদান করতে হবে। চেয়ারম্যান/মেয়রের নোটিশপ্রাপ্তির তারিখ থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না-হওয়া পর্যন্ত কোনো তালাক বলবৎ হবে না। কারণ নোটিশপ্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান/মেয়র সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোস বা সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সালিশি পরিষদ গঠন করবে এবং উক্ত সালিশি পরিষদ এ জাতীয় সমঝোতার (পুনর্মিলনের) জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে।

কারও স্ত্রী যদি আইনগত কোন কারণ ছাড়াই তার স্বামীর সঙ্গে একত্রে বসবাস না করে, সে ক্ষেত্রে স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে।

কিন্তু এর দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে :

ক. বিবাহটি স্ত্রীর ইদ্দতকালে অনুষ্ঠিত হলে, দাম্পত্য মিলন ঘটে থাকলেও স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য কোন আদেশ বা ডিক্রি পাবে না ।

খ. স্ত্রীর নাবালকত্বকালে বিবাহটি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি বৈধভাবে তার বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তাহলে স্বামী তার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি পাবে না।

দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলায় বাদীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, সে নির্দোষ ও নিরীহ মনোভাব নিয়েই আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছে। স্ত্রী যদি প্রমাণ করতে পারে যে, স্বামী তার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, তবে স্বামী ডিক্রি পাবে না। নিষ্ঠুরতার প্রকৃতি এমন হতে হবে যে, ওই অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ঘরে যাওয়া নিরাপদ নয়, তখন সেটা হবে একটি উত্তম ও বৈধ প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি ।

আশু দেনমোহর যতক্ষণ পর্যন্ত পরিশোধ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে ও তাকে দাম্পত্য মিলনের সুযোগ দিতে অস্বীকার করতে পারে। দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিতে স্বামী তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে সেই ক্ষেত্রে দেনমোহর অপরিশোধিত রয়েছে বললে আনীত মামলায় এটি একটি উত্তম প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি হবে এবং আনীত মামলাটি নাকচ করা হবে। কিন্তু স্ত্রীর অবাধ সম্মতিক্রমে দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মামলাটি দায়ের করা হলে 'আশু দেনমোহর' প্রদানমূলক শর্তমূলক দাম্পত্য অধিকারের পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত ডিক্রি দেওয়া যাবে। তবে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বৈধ বিবাহের অস্তিত্ব থাকতে হবে।

১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কী কী কারণে একজন স্ত্রী আদালতে বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে।

কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. চার বছর পর্যন্ত স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে;

২. দুই বছর স্বামী স্ত্রীর খোরপোশ দিতে ব্যর্থ হলে;

৩. স্বামীর সাত বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি কারাদণ্ড হলে;

৪. স্বামী কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তিনবছর যাবৎ দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে;

৫. বিয়ের সময় পুরুষত্বহীনতা থাকলে এবং তা মামলা দায়ের করা পর্যন্ত বজায় থাকলে।

৬. স্বামী দুই বৎসর ধরে পাগল থাকলে অথবা কুষ্ঠ ব্যাধিতে বা মারাত্মক যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকলে।

৭. বিবাহ অস্বীকার করলে। কোনো মেয়ের বাবা বা অভিভাবক যদি ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে মেয়ের বিয়ে দেন, তাহলে মেয়েটি ১৯ বছর হওয়ার আগে বিয়ে অস্বীকার করে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে, তবে যদি মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সর্ম্পক (সহবাস) স্থাপিত না হয়ে থাকে, তখনই বিয়ে অস্বীকার করে আদালতে বিচ্ছেদের ডিক্রি চাইতে পারে।

৮. স্বামী **১৯৬১** সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান লঙ্ঘন করে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করলে।

৯. স্বামীর নিষ্ঠুরতার কারণে।

উপরে যে-কোনো এক বা একাধিক কারণে স্ত্রী আদালতে বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে। অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব স্ত্রীর। প্রমাণিত হলে স্ত্রী বিচ্ছেদের পক্ষে ডিক্রি পেতে পারে, আদালত বিচ্ছেদের ডিক্রি দেবার পর সাত দিনের মধ্যে একটি সত্যায়িত কপি আদালতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাবে।

১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী চেয়ারম্যান নোটিশকে তালাক সংক্রান্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য করে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ নেবেন এবং চেয়ারম্যান যেদিন নোটিশ পাবে সেদিন থেকে ঠিক নব্বই দিন পর তালাক চূড়ান্তভাবে কার্যকর হবে। (Pramanik 2014)

দাম্পত্য কলহ নিরসনে কতিপয় প্রস্তাব

দাম্পত্য কলহ নিরসনে স্বামী-স্ত্রীর, পরিবারের সদস্যদের ও সমাজের দায়িত্বশীল সকলের উদ্যোগী হওয়া জরুরি। এই ক্ষেত্রে আমার কতিপয় প্রস্তাব নিম্নরূপ :

১. দাম্পত্য জীবন শুরু করার আগে ছেলে-মেয়ে উভয়ের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন কী, এখানে কী কী দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, সাংসারিক জীবনের গতি-প্রকৃতি কীরূপ সে-বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। পরিবারে যাঁরা অভিভাবক ও অভিজ্ঞ রয়েছেন তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হলো বিয়ের উপযুক্ত ছেলেমেয়েকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া, যাতে তারা পরবর্তী নতুন জীবনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। বিভিন্ন দেশে এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মশালা করে থাকে। এসব কর্মশালায় দাম্পত্য জীবনের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাম্পত্য কহলের কারণ হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ বা অসচেতন থাকা। স্বামী ও স্ত্রীর কারোরই জানা থাকে না দাম্পত্য ও সাংসারিক জীবনে তার দায়িত্ব কী ও অপরের অধিকার কী। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

পুরুষদের ওপর নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষদের।

তাই স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা না রাখে এবং সচেতন না হয় তাহলে আল্লাহর বিধান পালন সম্ভব নয়।

৩. স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে একে অপরের স্বভাব ও মনমানসিকতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। একেকজন মানুষের স্বভাব একেক রকম হয়ে থাকে। তাই জীবনসঙ্গীর স্বভাব ও মানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখেই দাম্পত্য জীবন

পরিচালনা করতে হবে। অনেক স্ত্রীই স্বামীকে ভাই বা বাবার সঙ্গে তুলনা করে দেখে, অনেক স্বামী স্ত্রীকে মা বা বোনের সঙ্গে তুলনা করে যাচাই করে—এটা বড় ধরনের ভুল। স্বামীকে বা স্ত্রী কারো সঙ্গে তুলনা করে দেখা এবং সেটা বলাবলি করা কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং তিক্ততাই বাড়ায়। তাই এ-ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

৪. দাম্পত্য কলহের সূচনা ঘটামাত্রই স্বামী-স্ত্রীকে এর কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। কী কারণে এমনটা ঘটলো। কারণগুলো খুঁজে বের করতে পারলে শুরুতেই দাম্পত্য কলহ নিরসন করা সহজ হবে।

৫. স্বামী-স্ত্রী নিজেরা দাম্পত্য কলহ নিসরনে ব্যর্থ হলে এমন কাউকে জানাতে হবে, যে উভয়ের কল্যাণকামী এবং কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সুন্দরভাবে বিষয়টির ফয়সালা করে দেবে। সংসার জীবনের সংকটের ব্যাপারগুলো যাকে-তাকে জানানো যাবে না।

৬. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কথাবার্তার ভাষা হবে প্রীতিময় ও আবেগপূর্ণ। ভেতর থেকে আবেগ না এলেও আবেগের ভান করতে হবে। স্বামীকে বা স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আবেগের ভান করা এবং প্রশংসা করা দোষের কিছু নয়, বরং এটাই কল্যাণজনক।

৭. সন্তানদের বেড়ে ওঠা ও ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রাখতে হবে। কারণ মা-বাবার সম্পর্ক ভালো না হলে ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে গড়ে ওঠে না।

৮. দাম্পত্য জীবনে সমস্যা ও কলহ থাকলে কোনো কাজেই মন বসে না। এমনকি ইবাদত-বন্দেগিতেও মনোযোগ থাকে না। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সুখী দাম্পত্য গড়ার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

উপসংহার

নারী-পুরুষের বিধিসম্মত বিবাহ ও জীবনযাপন সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত রীতি। মানবজীবনের জন্য এটি যেমন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর ও প্রেম-প্রীতিময় সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু নানা কারণে এখানে সমস্যার উপস্থিতি ঘটে এবং দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। দাম্পত্য কলহের নানাবিধ অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক কার্যকারণ রয়েছে। পরিবার থেকে কলহ ও অশান্তি দূর করার এসব কারণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার এবং এগুলোর প্রতিকার করা জরুরি। তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদ সর্বশেষ পর্যায়; তার আগে দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। বিবাহবিচ্ছেদের ফলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যেমন হতাশা নেমে আসে তেমনি সন্তানদের লালনপালন ও বেড়ে ওঠাও বাধাগ্রস্ত হয়। গোটা পরিবারটাই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Aḥmad ibn Ḥambal. 2001. *Musnad.* Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Ālūsī, Abū al-Thanā’ Shihāb ad-Dīn Sayyid Maḥmūd ibn ‘Abd Allāh al-Ḥusaynī al-Baghdādī. 1415H. *Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Aab‘ al-Mathānī.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bābartī, Akmal al-Dīn Muḥammad ibn Maḥmūd. ND. Al-'Ināya Sharh al-Hidāya. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Bahūtī al-Ḥambalī, Manṣūr ibn Yūnus. 2003. *Al-Rawḍ al-Murabba' bi-Sharḥ Jād al-Mustanqa'.* Beirut: Alam al-Kutub.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 2003. *Al-Sunan al-Kubrā.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh.* Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dardīr, Abū al-Barakāt Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Ḥāmid. 1372H. AI-Sharḥ al-Ṣaghir. Egypt: Taba'a al-Ḥalabī.

Al-Dusūkī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafa. ND. Hashiya al-Dusūkī ala al-Sharh al-Kabīr. Bairut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah.

Al-Fayyūmī , Aḥmad ibn Muḥammad. ND. *Al-Misbāh Al-Munīr fī Gharīb Al-Sharh Al-Kabīr.* Beirut: Al-Maktaba al-'Ilmiyyah

Al-Iṣfahānī, Abū al-Ḳāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad ibn al-Mufaḍḍal al-Rāgib al-Iṣfahānī. 1412H. *Mufradāt al-Qurān.* Beirut: Dār al-Qalam.

Al-Kāsānī Al-Hanafi, Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad. 1986. *Badāi' al-Sanāi' fī Tartīb al-Sharāi'.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 1427H. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Nasayī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Inb Shu‘aib Ibn ‘Alī. 1420H. *Sunan.* Amman: Bait al-Afkār al-Dawliyah.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Bakr al-Anṣārī. 1964. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qurān.* Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 1420H. Mafāṭīḥ al-Ghayb or Kitāb at-Tafsīr al-Kabīr. Beirut: Dār Iḥyā al-Turas al-‘Arabī.

Al-Shāfiʿī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Idrīs. 1990. *Kitāb al-Umm.* Beirut: Dār al-Maʿrifah.

Al-Tirmīdhī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 1998. *Sunan.* Bairut: Dār al-Garb al-Islāmiyyah.

Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Jamāl al-Dīn Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Fīrūzābādī. ND. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Al-Shāfiʿī.* Beirut: Dār al-M'rifa.

Al-Zayla‘ī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Yūsuf ibn Yūnus Ibn Muḥammad. 1965. *Al-Mutalla alā Abwāb al-Muqanna.* Beirut: Al-Maktab al-Islamī.

Ibn Ḥazm al-Zāhirī, Abū Muhammad Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd Ibn Hazm. ND. *Al-Muhallā bi-al-Athār.* Bairut: Dār al-fikr.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan.* Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Ansārī. 1414H. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan.* Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym. ND. Al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1968. *Al-Mughnī.* Cairo Maktaba al-Qahirah.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Saḥīḥ.* Beirut: Dār al-Fikr.

News paper

Enam, Dr. Saeed. 2018. “Manush Keno Attohotta Kore” *Jugantor.* September 10. Accessed Oct. 22, 2020.

Huque, Dr. Rumana. 2018. “Depression Keno Hoy” *Naya Digonto*, December 12.

Jakaria Ibn Yousuf. 2019. “Noitikotar Obokkhoye Barchhe Samajik Osthirota” *Jugantor*, July 09.

Pramanik, Advocate Siraj. 2014. “Dampotto Odhikar Rokkhay Mamla” banglanews24.com, Feb. 04. Accessed Oct. 18, 2020. https://www.banglanews24.com/law-court/news/bd/265418.details

Daily Jugantor, Feb. 20, 20198; Feb. 1, 2019; Feb. 2, 2019; Mar. 8, 2020

Daily Prothom Alo, July. 20, 2019; Oct. 03, 2019; Jan. 21, 2020; Jan. 26, 2020

Daily Kaler Kantho, Dec. 24, 2019; June. 25, 2020;

Daily Samakal, Aug. 24, 2019; Jul. 06, 2020